ফেব্রুয়ারী

২রা ফেব্রুয়ারী

মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন

পর্ব

প্রথম পাঠ - যাত্রা ১৩:১-৩ক,১১-১৬

প্রথমজাত সন্তানকে পবিত্রীকরণ

প্রভু মোশীকে বললেন, 'সমস্ত প্রথমজাতককে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত কর: মানুষ হোক বা পশু হোক, ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে মাতৃগর্ভের প্রথমফল আমারই!'

মোশী জনগণকে বললেন, 'প্রভু তোমার কাছে ও তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে যে শপথ করেছেন, সেই অনুসারে যখন কানানীয়দের দেশে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে সেই দেশ দেবেন, তখন তুমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমফল প্রভুর উদ্দেশে আলাদা করে রাখবে; তোমার পশুদের সকল প্রথম গর্ভফলের মধ্যে পুংশাবক প্রভুর অধিকার। কিন্তু গাধার প্রত্যেক প্রথমফলের মুক্তির জন্য তার বিনিময়ে মেষ বা ছাগের একটা শাবক দেবে; যদি বিনিময় দ্বারা মুক্ত না কর, তার গলা ভাঙবে; তোমার সন্তানদের মধ্যে মুক্তিমূল্য দিয়েই সমস্ত মানব-প্রথমজাতককে মুক্ত করতে হবে।

আর তোমার ছেলে আগামীকালে যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, এ কী? তুমি বলবে: প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারাই মিশর থেকে, দাসত্ব-অবস্থা থেকে আমাদের বের করলেন। যখন ফারাও আমাদের যেতে দেওয়ার ব্যাপারে জেদি ছিলেন, তখন প্রভু মিশর দেশে সমস্ত প্রথমজাত ফলকে, মানুষের প্রথমজাত ও পশুর প্রথমজাত সমস্ত ফল হত্যা করলেন। এইজন্য আমি মাতৃগর্ভের সমস্ত প্রথমজাত পুংসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে বলিরূপে উৎসর্গ করি, কিন্তু আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তানকে মুক্তিমূল্য দিয়ে মুক্তই করি। এ থাকবে তোমার হাতে চিহ্নস্বরূপ ও তোমার চোখ দু'টোর মাঝখানে ভূষণস্বরূপ, কেননা প্রভু তাঁর হাতের পরাক্রম দ্বারা মিশর দেশ থেকে আমাদের বের করে আনলেন।'

শ্লোক লুক ২:২৮ দ্রঃ

প্র ওগো সিয়োন, মিলনকক্ষ করে তোল অলঙ্কৃত; দেখ, আসছেন তব প্রভু, কর তাঁকে সমাদর।
উ কুমারী হয়ে থেকে মারীয়া গর্ভবতী হলেন, কুমারী হয়ে থেকে পুত্রকে প্রসব করলেন; পুত্রকে প্রসব করার পরেও কুমারী হয়ে থেকে তিনি তাঁকে পূজা করলেন।
প্র সিমেয়োন শিশুকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন, ধন্য প্রভু।
উ কুমারী হয়ে থেকে মারীয়া গর্ভবতী হলেন, কুমারী হয়ে থেকে পুত্রকে প্রসব করলেন; পুত্রকে প্রসব করার পরেও কুমারী হয়ে থেকে তিনি তাঁকে পূজা করলেন।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - উদ্দীপ্ত রাফায়েলের উপদেশাবলি **উপদেশ**

আমাদের খাতিরেই প্রভু নিবেদিত হতে ইচ্ছা করলেন

তখন তাঁরা যীশুকে যেরুসালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে। যেহেতু প্রভু মিশরে যমদূতের হাত থেকে হিব্রুদের প্রথমজাতদের ত্রাণ করেছিলেন, সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন, ভাবীকালে তাদের সকল প্রথমজাত পুরুষ-সন্তানকে তাঁর উদ্দেশে পবিত্র বলে নিবেদন ও উৎসর্গ করা হবে। এ বিধি অনুযায়ী আমাদের প্রভু যীশু ইচ্ছা করলেন, তিনি নিজেও পিতা ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত হবেন, যাতে নিজ দেহোৎসর্গের মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করতে পারেন। কেননা অন্য কোন্ উপায়েই বা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারতাম? পাপী একজন যদি পিতা ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদন করত,

তাহলে পুনর্মিলন অর্জনের চেয়ে সম্ভবত ঈশ্বরকে অপমানই করা হত; আর মেষশাবক বা ছাগ বা এপ্রকার বস্তুর বলিদানও নিম্নতর মূল্যের বলি হওয়ায় আমাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারত না; আর যদি কোন স্বর্গদূত আমাদের হয়ে নিজেকে নিবেদন করতেন, তবে তেমন নিবেদন আর আমাদেরই নিজস্ব নিবেদন হত না। এজন্য বাণী মাংস হলেন, যেন আমাদের নিজেদের মানবজাতির একজন সভ্য—যিনি ঈশ্বরের সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণীয়—তাঁর সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করার জন্য আমাদের হয়ে পবিত্রীকৃত হতে পারেন। পিতা নিজে এবিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন যখন বললেন, *তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, তোমাতে আমি পরম প্রীত।* অতএব আমরা যতবার পাপ করি বা ঈশ্বরকে অপমান করি, ততবার এসো, নিজেদের প্রচেষ্টা দ্বারা নয়, কিন্তু খ্রীষ্টেরই দ্বারা পুনর্মিলনের অন্বেষণ করি, কেননা কেবল তাঁরই মধ্য দিয়ে আমাদের প্রার্থনা, অর্ঘ্য ও বলিদান পিতা ঈশ্বরের গ্রহণীয় হতে পারে। এ কারণেই আমাদের সমস্ত প্রার্থনা 'আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দ্বারা' করা হয় ও এ বাণী দ্বারা সমাপ্ত হয়।

সুসমাচার তখনই বলে যে জগতের মুক্তিসাধককে মুক্তিমূল্য দিয়ে বিমুক্ত করা হল, যখন পরবর্তী পদে বলে চলে যে, *প্রভুর বিধানের নির্দেশমত তাঁরা একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করবেন।* এ ছিল গরিবদেরই বলিদান, যারা একটা মেষশাবক কিনতে পারত না। প্রভু আমাদের খাতিরে গরিব হতে ও আমাদের জন্য মুক্তিমূল্য দ্বারাই বিমুক্ত হতে প্রসন্ন হলেন। বাস্তবিকই যে বলি তাদেরই জন্য উৎসর্গ করা হত যারা পাপে গর্ভস্থিত হয়ে পাপেই জন্ম নিয়েছিল, সেই একই বলিই তাঁরই জন্য উৎসর্গ করা হল যিনি পাপে গর্ভস্থিত হননি, পাপে জন্মও নেননি। তাঁর মুক্তিমূল্য বিধানের নির্দেশমত দেওয়া হল যা অনুসারে লেবি গোষ্ঠীর প্রথমজাত পুরুষ-সন্তানদের পাঁচ রুপোর টাকার বিনিময়ে আবার কিনে নেওয়া হত। তিনি জীবনাদর্শ ও বাণী দ্বারাও আমাদের কাছে বিনম্রতার মর্যাদা তুলে ধরতে ইচ্ছা করলেন; ফলত অতুলনীয় ধনের অধিকারী হয়েও তিনি গরিব ঘরেই জন্ম নিলেন ও আমাদের খাতিরে গরিব হতে চাইলেন। নিজে জগতের মুক্তিসাধক হয়েও তিনি এমনটি হতে দিলেন যাতে তাঁকে মূল্য দিয়ে মুক্ত করা হয়; নিজে বিশ্বরাজ হয়েও তিনি বাসনা করলেন, তাঁর নিজের জন্য মুক্তিমূল্য দেওয়া হবে; সকলের প্রভু হয়েও তিনি সকলের অধীন হতে ইচ্ছা করলেন। তিনি নিজে যেমনটি বললেন: *আমি সেবা পেতে নয়, সেবা করতেই এসেছি।*

শ্লোক এজে ৪৩:৪,৫; লুক ২:২২ দ্রঃ

প্র প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল;
উ আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।
প্র যীশুর পিতামাতা তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন;
উ আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

***বিকল্প* (জোড় বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - ধন্য রাবানুস মাউরুসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৮**

আমাদের মুক্তির জন্য খ্রীষ্টের আশ্চর্য কাজ

যিনি স্বর্গ থেকে আমাদের বিধান দিয়েছিলেন, আমাদের সেই প্রভু ও ত্রাণকর্তা যখন মাংসে আবির্ভূত হলেন, তখন তাঁরই ইচ্ছা হল, তিনি বিধানের অধীন হবেন *যেন মূল্য দিয়ে তিনি বিধানের অধীনস্থ যত মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করতে পারেন, যেন আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারি।* বিধানের বিধি না এড়িয়ে তাঁর ধন্যা মাতাও তেমন বিনম্রতার আদর্শ দিলেন; কেননা শাস্ত্রে বলে: *প্রভুর বিধানের নির্দেশমত তাঁরা একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করবেন।* এ ছিল দরিদ্রদেরই বলিদান: প্রভু বিধানে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যাদের সামর্থ্য থাকবে, তারা নিজেদের পুত্র বা কন্যাদের জন্য একটা ঘুঘু কিংবা পায়রার ছানার সঙ্গে একটা মেষশাবক উৎসর্গ করবে, আর যাদের সামর্থ্য থাকবে না, তারা একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টি পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করবে।

সমস্ত বিষয়েই আমাদের পরিত্রাণের জন্য চিন্তিত হয়ে আমাদের মুক্তির সাধক ঈশ্বর হয়েও কেবল মানুষ হতে

চাইলেন না, কিন্তু ধনবান হয়েও আমাদের খাতিরে দরিদ্রও হতে ইচ্ছা করলেন, যেন নিজের দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে আমাদের ধনবান করতে পারেন, ও আমাদের অবস্থা ধারণ করায় আমাদের ঈশ্বরসন্তান বলে গ্রহণ করতে পারেন।

আজ আমরা আমাদের ত্রাণকর্তা ও তাঁর মাতার মন্দিরে-আগমন উদ্‌যাপন করছি: এসো, যাঁরা সেখানে তাঁদের বরণ করলেন আমরা তাঁদের অনুকরণ করি। সর্বপ্রথমে, সেখানে সেই পুণ্যবান সিমেয়োন ছিলেন যিনি আত্মা দ্বারা মন্দিরে চালিত হয়ে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন ও প্রভুকে ধন্য বললেন। একই সময়ে সেই ভক্তা বিধবা আন্নাও উপস্থিত হলেন যিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন, ও যারা ইস্রায়েলের মুক্তির প্রতীক্ষায় ছিল তাদের সকলের কাছে শিশুর কথা প্রচার করলেন। এসো, আমরাও যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই ও আমাদের শুভকর্মের হাতে তাঁকে বরণ করে উল্লাসে মেতে উঠি; এসো, আমরাও তাঁর মহা নাম ঘোষণা করি, ও তাঁর দয়া ও সেই সমস্ত আশ্চর্য কর্মকীর্তির কথা প্রচার করি যা তিনি এই আমাদেরই জন্য সাধন করেছেন যারা যেরুসালেমের মুক্তিদান ও ইস্রায়েলের সান্ত্বনা দানের প্রতীক্ষায় রয়েছি। সামসঙ্গীত-রচয়িতা আত্মার আলোতে সেই সান্ত্বনা দানের কথা পূর্বেও দেখতে পেয়েছিলেন যখন বললেন: *প্রভু, তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা, তোমার ডান পাশেই চিরন্তন সুখ।*

এসো, আমরা তাঁকে আমাদের একাগ্রতা অর্পণ করি সেই পায়রাই যার প্রতীক, শুচিতা অর্পণ করি ঘুঘুই যার চিহ্ন, এবং আত্মসংযমও অর্পণ করি উভয় পাখিতেই যা প্রদর্শিত। শাস্ত্রে বলে: *ভগ্ন প্রাণ, এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।* এপ্রকার দান ও উপহারেই তো খ্রীষ্ট প্রীত ও আনন্দিত! *অতীত ব্যবস্থা লোপ পেয়েছে। দেখ! সবকিছু নবীন হয়ে উঠল!* এভাবেই তো আমরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি হতে পারব যদি চোখের জলে ও দয়াধর্মেই আমাদের অতীতের পাপ মুছে দিই। স্বর্গের আনন্দের আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রেরণা দিচ্ছে, সুতরাং এসো, সৎজীবন যাপন করি, ও প্রতিদিন প্রার্থনাকালে ঈশ্বরকে বলি: *জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর; কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?*

আমাদের ত্রাণকর্তা সেই খ্রীষ্ট আমাদের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন, কেননা আমাদের জন্য তিনি মাংসধারণ করলেন ও নিজ রক্তে আমাদের মুক্তিমূল্য দেবার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন—তিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক এজে ৪৩:৪,৫; লুক ২:২২ দ্রঃ

প্র প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল;
উ আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।
প্র যীশুর পিতামাতা তাঁকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন;
উ আর দেখ, মন্দির প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল।

৩রা ফেব্রুয়ারী

সাধু ব্লেস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৩২**

আমার মেষগুলির জন্য কষ্টভোগ কর

মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে। এই যে প্রভু কেমন করে সেবা করলেন; এই যে আমাদের কাছে তিনি কেমন সেবক হওয়া প্রত্যাশা করেন! তিনি অনেকের জন্য নিজ প্রাণ মুক্তিমূল্যরূপে দিলেন: আমাদের ত্রাণ করলেন।

কারও মুক্তিমূল্য দিতে পারবে আমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে? আমরা তো তাঁরই রক্ত দ্বারা মুক্তি পেয়েছি, ও তাঁর মৃত্যু দ্বারাই মৃত্যু থেকে আমাকে আবার কেনা হয়েছে; আর আমরা যারা ধুলায় শায়িত ছিলাম, তাঁরই

বিনম্রতা দ্বারা উন্নীত হয়েছি; কিন্তু যেহেতু তাঁর অঙ্গ হয়ে উঠেছি, সেজন্য আমাদেরও আমাদের ক্ষুদ্র অংশ তাঁর অঙ্গগুলিকে দান করা দরকার। তিনি মাথা, আমরা দেহ। নিজ পত্রে প্রেরিতদূত যোহনও প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করতে আমাদের চেতনা দেন। খ্রীষ্ট বলেছিলেন: *তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস, ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।* এই তো সেই আদর্শ যা যোহন আমাদের অনুসরণ করতে চেতনা দেন যখন বলেন: *তিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন; তাই আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।*

পুনরুত্থানের পরে প্রভু নিজেই এ প্রশ্ন করেছিলেন: *যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?* তখন পিতর উত্তরে বলেছিলেন, *অবশ্যই প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি।* যীশু তিনবার করে এ প্রশ্ন করেছিলেন, আর তিনবার করেই প্রভু এ কথাও বলেছিলেন, *আমার মেষগুলি পালন কর।*

আমার মেষগুলি পালন করায় ছাড়া কেমন করে প্রমাণ করবে তুমি আমাকে ভালবাস? যখন তুমি আমারই কাছ থেকে সবকিছু প্রত্যাশা করছ, তখন আমাকে ভালবেসে আমাকে কীবা দান করতে যাচ্ছ? সুতরাং আমার মেষগুলিকে পালন করায়ই তুমি তোমার ভালবাসা ব্যক্ত করবে।

একই কথা একবার, দু'বার, তিনবার: তুমি কি আমাকে ভালবাস? হ্যাঁ, আমি আপনাকে ভালবাসি,—*আমার মেষগুলিকে পালন কর।* পিতর ভয়ে তিনবার করে তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে তিনবার করে তাঁকে স্বীকার করলেন।

আর পিতরকে তৃতীয় বারের মত মেষগুলিকে পালন করার আদেশ ব্যক্ত করার পর প্রভু আবার তাঁকেই লক্ষ ক'রে যিনি উত্তরে নিজ ভালবাসা স্বীকার করছিলেন ও প্রাচীন ভয় নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান করছিলেন, বলে চললেন: *তুমি যখন যুবক ছিলে, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছে নিজেই কোমর বেঁধে চলাফেরা করতে; কিন্তু তুমি যখন বৃদ্ধ হবে, তখন তোমার হাত দু'টো বাড়িয়ে দেবে, এবং অন্য একজন তোমার কোমর বেঁধে তোমার যেখানে ইচ্ছা নেই সেখানে তোমাকে নিয়ে যাবে। পিতর যে কী ধরনের মৃত্যু দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করবেন, এই কথায় যীশু তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।* তিনি তাঁর ক্রুশের কথা প্রকাশ করলেন, তাঁর যন্ত্রণাভোগের কথা আগে থেকেই ঘোষণা করলেন। বাস্তবিকই সংলাপের সময়ে প্রভু তাঁকে বলেছিলেন, *আমার মেষগুলিকে পালন কর,* অর্থাৎ কিনা, আমার মেষগুলির জন্য কষ্টভোগ কর।

শ্লোক ফিলি ১:২০; ১ যোহন ৩:১৬

প্র আমাকে কিছুতেই আশাভ্রষ্ট হতে হবে না: জীবনে হোক, বা মৃত্যুতে হোক
উ আমি পূর্ণ প্রত্যয়ী যে: আমার দেহে খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হবেন।
প্র খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন: সুতরাং আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে:
উ আমি পূর্ণ প্রত্যয়ী যে: আমার দেহে খ্রীষ্ট গৌরবান্বিত হবেন।

একই দিন ৩রা ফেব্রুয়ারী

সাধু আঁসগার, বিশপ

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বনিফাসের পত্রাবলি **পত্র ১৫:৭**

জীবনের সাক্ষ্যই বাণীপ্রচার বিশ্বাসযোগ্য করে

সূক্ষ্মরূপে বিচার-বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে, পৌরোহিত্য-সেবা গ্রহণ করা সম্মানের চেয়ে একটি ভার, কেননা পুরোহিতের পক্ষে কেবল নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত থাকা যথেষ্ট নয়, তাঁর কিন্তু অপরের কল্যাণের জন্যই সচেষ্ট থাকা উচিত। মেষপালকেরা পাল রক্ষণাবেক্ষণ করতে গিয়ে দিবারাত্র রৌদ্র ও শীত স্বচ্ছন্দেই সহ্য করে, ও সদাই সতর্ক নয়নে চারদিকে তাকাতে থাকে যাতে কোনও মেষ হারিয়ে গেলে বিনষ্ট না হয় বা হিংস্র পশুর হাতে পড়লে তাদের দাঁতে দীর্ণ-বিদীর্ণ না হয়। তবে আমরা যারা আত্মাদের পালক বলে অভিহিত, কতই না মহত্তর প্রচেষ্টা ও তৎপরতার সঙ্গেই আমাদের সজাগ থাকা উচিত! সুতরাং এসো, সতর্ক থাকি, ও প্রভুর

মেষগুলির সেবা-যত্নের যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি তা পালন করায় যেন ক্ষান্ত না হই, যাতে পদমর্যাদার খাতিরে যা কিছু বর্তমানে অন্যান্যদের চেয়ে আমাদেরই মহান বলে প্রতীয়মান করে, তা যেন আমাদের অলসতার কারণে সর্বোত্তম মেষপালকের সামনে আমাদের অবহেলা-অভিযোগে পরিণত না হয়। আমাদের এমন তৎপর হওয়া দরকার, যেন মানবজাতির সেই চতুর ও প্রাচীন শত্রুকে প্রবেশ করতে বারণ করি, ও তার অতৃপ্তিকর লোভের বিরুদ্ধে যেন সমস্ত শক্তি দিয়েই রুখে দাঁড়াই, পাছে—ঈশ্বর না করুন!—আমাদের অলসতা বশত সেই দুর্জন নিজ কবলে কোন মেষ গ্রাস করে; তবে সেই মেষের পতনের জন্য সঙ্গতভাবেই আমাদের দোষী বলে সাব্যস্ত করা হবে, কেননা যা কিছু আমাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল, আমরা তৎপর সতর্কতার সঙ্গে তা রক্ষা করতে অবহেলা করেছি।

সুতরাং আমাদের যখন তেমন নামে ডাকা হয়, তখন যেন তেমন পরিচয়ও দিতে পারি, ও যতখানি সম্ভব তাদেরই প্রতি উপযোগী হতে সচেষ্ট থাকি, ঐশসঙ্কল্প অনুসারে যাদের উপর আমরা পালক পদে নিযুক্ত হয়েছি, যাতে করে হিসাব নিতে এলেই মালিক দেখতে পান আমরা লাভবান হয়েছি, ফলে তাঁর প্রতিশ্রুতিমত যেন তাঁর পুরস্কার দানে আমাদের আনন্দিত করেন। কেননা লেখা আছে: *তোমরা যারা প্রভুর পাত্র বহন কর, নিজেদের শুচীকৃত কর।*

তাঁরাই প্রভুর পাত্র বহন করেন, যাঁরা নিজ জীবনাদর্শে ভাইবোনদের আত্মাকে শাশ্বত আবাসে চালিত করতে দায়িত্ব নিয়েছেন। অতএব, যিনি নিজ জীবন ক্ষেত্রে শাশ্বত মন্দিরের দিকে জীবন্ত পাত্রগুলি বহন করেন, তিনি লক্ষ করুন তাঁর নিজের অন্তরে কী কী শোধন করা প্রয়োজন। এজন্যই তো ঐশকণ্ঠ আদেশ করেন, আরোনের বুকে সেই চেতনা-বস্তু তথা সদ্বিবেচনার থলি শক্ত করে বাঁধা থাকবে, যাতে কোন ভাস্যমান চিন্তাধারা পুরোহিতের অন্তর কখনও দখল না করে, তাঁর অন্তর বরং যেন সবসময়ই কেবল চেতনা দ্বারাই সুসংবদ্ধ হয়ে থাকে: অপরের আদর্শ বলে নিযুক্ত হয়ে যাঁকে গাম্ভীর্যের সঙ্গেই দেখাতে হয় যে নিজের অন্তরে চেতনাপূর্ণ চিন্তা বিরাজ করে, তিনি অসার বা অনুচিত কিছুই যেন না ভাবেন।

প্রিয়তম ভাই, এ সমস্ত বিষয় যথাসাধ্য চিন্তা কর, এবং একথা জেনে রেখ যে, বিশ্রাম করার জন্য নয়, পরিশ্রম করার জন্যই তুমি এ পদ গ্রহণ করেছ। উপদেশ দানে ভক্তদের হৃদয় দৃঢ় করে তোল ও অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে মনপরিবর্তনের মনোভাব সঞ্চার কর। আর যাতে এ কাজ সহজতর হয়, নিজ জীবনাচরণেই তোমার প্রচারকর্ম অধিক বিশ্বাসযোগ্য কর।

এটিই হোক তাদের প্রতি শিক্ষা, এটিই হোক তাদের জন্য দিগ্‌নির্দেশ। তারা যেন তোমার শিক্ষা দ্বারা অনন্ত জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, ও তোমার আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করে যেন সেই জীবনে পৌঁছতে পারে; কেননা ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা তুমি এতই উচ্চ পদমর্যাদায় আহূত হয়েছ যাতে তোমার যে শিক্ষা একসময়ে অপরের কাছে গুপ্ত থাকায় কেবল তোমারই উপযোগী ছিল, সেই শিক্ষা যেন এখন উচ্চ স্থানে উত্তোলিত হয়ে অনেকেরই উপযোগী হতে পারে ও দিব্য প্রজ্ঞার কিরণ চারদিকে বিকশিত করে। এজন্য আমরা সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি পিতৃ যত্নশীলতায় পালকীয় সেবার তৎপরতায় তাঁদেরই অনুপ্রাণিত করেন যাঁদের পক্ষে বিশপ-দায়িত্ব সম্মান নয়, কিন্তু একটা ভার, যাতে তাঁদের স্থান যতখানি উচ্চ, তাঁরা ততখানি বিনম্রতার সঙ্গে জীবনযাপন করেন, ও ইহলোকে পরিশ্রমের অনুশীলন করতে করতে পরলোকে শাশ্বত সম্মান লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ১ তি ৪:১২,১৫,১৬,১৩

প্র তুমি সকল বিশ্বাসীর সামনে আদর্শবান হও, যেন তোমার অগ্রগতি সকলের কাছে প্রকাশ্য হয়:
উ তাহলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।
প্র তুমি শাস্ত্রপাঠে, উপদেশ দানে ও ধর্মশিক্ষা সম্পাদনে নিবিষ্ট থাক:
উ তাহলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরও পরিত্রাণ করবে।

৫ই ফেব্রুয়ারী

সাধ্বী আগাথা, চিরকুমারী ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

তপস্যাকালে : শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু মেথোদিউস সিকুল-লিখিত 'সাধ্বী আগাথার বিষয়ে উপদেশ'

মঙ্গলময়তার স্বয়ং উৎস সেই ঈশ্বর দ্বারাই
আগাথাকে আমাদের দান করা হয়েছে

সাধ্বী আগাথার বার্ষিক স্মৃতি-রক্ষা আমাদের এখানে সমবেত করেছে আমরা যেন এমন এক সাক্ষ্যমরকেই শ্রদ্ধা জানাই যিনি প্রাচীনকালের সাধ্বী বটে, কিন্তু একান্ত আধুনিকাও। আসলে মনে হচ্ছে তিনি তাঁর সেই সংগ্রামে ঠিক যেন আজও বিজয়িনী, কেননা প্রত্যেক দিনই যেন তিনি ঐশঅনুগ্রহ দ্বারা মালায় ভূষিতা হচ্ছেন ও সুন্দরভাবে অলঙ্কৃতা হচ্ছেন।

সাধ্বী আগাথা অমর ঈশ্বরের সেই বাণী থেকে জাত ; হ্যাঁ, যিনি আমাদের জন্য মানুষরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন, ঈশ্বরের সেই অদ্বিতীয় পুত্র থেকেই তিনি জাত। এবিষয়ে ধন্য যোহন বলেন : *যারা তাঁকে গ্রহণ করেছে, তিনি তাদের দিলেন ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার।*

আমাদের এ সাধ্বী আগাথা, যিনি আজ আমাদের ধর্মভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি খ্রীষ্টের কনে। তিনি সেই কুমারী যিনি মেষশাবকের রক্তেই নিজ ওষ্ঠ রক্তবর্ণ করেছেন, যিনি তাঁর ঐশপ্রেমিকের মৃত্যু ধ্যান করেই নিজ প্রাণ পরিপুষ্ট করেছেন।

এই সাধ্বীর বসন খ্রীষ্টের রক্তের বর্ণ ধারণ করে, আবার ধারণ করে কুমারীত্বেরও বর্ণ। তাই সাধ্বী আগাথার সাক্ষ্যদান এমন হয়ে দাঁড়ায়, যে সাক্ষ্যদান যুগযুগ ধরে অফুরানো আদর্শমণ্ডিত।

সাধ্বী আগাথা সত্যিই মঙ্গলময়ী, কেননা ঈশ্বরের আপনজন হওয়ায় তিনি তাঁর বরের পাশেও উপস্থিত : সেখান থেকে তিনি আমাদের সেই মঙ্গলেরই অংশী করতে ইচ্ছা করেন তাঁর আপন নামে যার মূল্য ও অর্থ প্রদর্শিত : আগাথাকে [অর্থাৎ 'মঙ্গলময়ী'], মঙ্গলময়তার স্বয়ং উৎস সেই ঈশ্বর দ্বারা আমাদের দান করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, সর্বাতীত মঙ্গলের চেয়ে কীবা মঙ্গলকর থাকতে পারে? কেবা এমন কিছু খুঁজে পেতে পারে যা মঙ্গলেরই স্তুতির চেয়ে মহত্তর স্তুতির যোগ্য? কেননা আগাথা নামের অর্থ হল 'মঙ্গলময়ী'। তাই তিনি যে মঙ্গলময়ী, তা তাঁর নাম ও তাঁর বাস্তব জীবনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে। এই আগাথা, যিনি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির ফলে তেমন গৌরবময় নাম বহন করেন, তিনি তাঁর সেই নামের মধ্য দিয়ে তাঁর সাধিত গৌরবময় কর্মকীর্তি আমাদের দেখাচ্ছেন। আগাথা তাঁর সেই নাম দ্বারাও আমাদের আকর্ষণ করেন, আমরা যেন সানন্দে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই ; তাঁর আদর্শের মাধ্যমে তিনি আমাদের সুশিক্ষাও দান করেন, সকল মানুষ যেন সর্বাতীত মঙ্গল সেই একমাত্র ঈশ্বরকে পাবার জন্য অবিরত প্রতিযোগিতা করে চলে।

শ্লোক

℣ ঈশ্বরের সহায়তায় আমি বিশ্বাস স্বীকারে নিষ্ঠাবতী হব।
℟ তিনি আমাকে ত্রাণ করলেন, তিনি আমাকে শক্তি দেন।
℣ পুণ্যময় ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করলেন, পুণ্যবতী কুমারীরূপে আমাকে অভিষিক্ত করলেন ;
℟ তিনি আমাকে ত্রাণ করলেন, তিনি আমাকে শক্তি দেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী

সাধু পল মিকি ও তাঁর সঙ্গীরা, সাক্ষ্যমর

স্মরণ

তপস্যাকালে : শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

(দ্বিতীয়) পাঠ - সমসাময়িক লেখক-লিখিত 'সাধু পল মিকি ও তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্যমরণ বৃত্তান্ত'

১৪:১০৯-১১০

তোমরা আমার সাক্ষী হবে

ক্রুশগুলো স্থাপিত হল; তখন ফাদার পাসিও ও ফাদার রোদ্রিগেজ সকলকে উৎসাহ দান করছিলেন, সকলের মধ্যে তেমন দৃঢ়তা দেখা সত্যিই আশ্চর্য দৃশ্য। পরিচালক ফাদার স্বর্গের দিকে চোখ নিবদ্ধ রেখে প্রায়ই না নড়ে সবসময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ব্রাদার মার্টিন ঐশমঙ্গলময়তাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য কয়েকটা সামসঙ্গীত গান করতে করতে এই পদ যোগ করছিলেন: *তোমারই হাতে আমার আত্মা সঁপে দিই।* ব্রাদার ফ্রান্সিস ব্লাঙ্কও উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। ব্রাদার কঞ্জাল্ভ উদাত্ত কণ্ঠে প্রভুর প্রার্থনা ও দূতের বন্দনা আবৃত্তি করছিলেন।

আমাদের ব্রাদার পল মিকি নিজেকে এমন মর্যাদাপূর্ণ উচ্চপদে দে'খে যা আগে কখনও পাননি সর্বপ্রথমে উপস্থিত সকলের কাছে ঘোষণা করলেন তিনি জাপানী ও যীশু-সঙ্ঘের সদস্য; আরও বললেন, সুসমাচার প্রচার করেছেন বিধায়ই তিনি মরতে যাচ্ছিলেন ও তেমন অমূল্য উপকারের জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। তারপর বলে চললেন: 'তেমন ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে আমি মনে করি, আপনাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যিনি মনে করেন আমি সত্য ঘোষণা করতে ইচ্ছা করি না। সুতরাং আপনাদের কাছে আমি ঘোষণা করি যে, খ্রীষ্টপন্থীদের পথ ছাড়া পরিত্রাণের আর কোনও পথ নেই। যেহেতু এ পথটা আমাকে শত্রুদের ক্ষমা করতে ও যারা আমাকে অপমান করেছে তাদেরও ক্ষমা করতে শেখায়, সেজন্য আমি সম্রাটকে ও যারা আমার মৃত্যু ঘটাচ্ছে তাদের স্বচ্ছন্দেই ক্ষমা করি; আর শুধু তা নয়, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন খ্রীষ্টীয় দীক্ষাস্নান সম্বন্ধে শিক্ষা-দীক্ষা নিতে আগ্রহ দেখান।'

তারপর সেই সঙ্গীদের দিকে ফিরে যাঁরা চরম সংগ্রামে এসে পৌঁছেছিলেন, তাঁদের উৎসাহপূর্ণ বাণী দিতে আরম্ভ করলেন। সকলের মুখে, বিশেষভাবে লুদভিকেরই মুখে এক প্রকার আনন্দই প্রকাশ পাচ্ছিল। তাঁর কাছে অন্য একজন খ্রীষ্টান চিৎকার করে বলছিলেন, তিনি শীঘ্রই স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হবেন, আর তিনি হাত ও সমস্ত শরীরে আনন্দপূর্ণ ভঙ্গি দ্বারা সকল দ্রষ্টাদের চোখ নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন।

লুদভিকের পাশে দাঁড়িয়ে আন্তনি যীশু ও মারীয়ার মধুর নাম করে স্বর্গের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখছিলেন; দীক্ষাকালে নাগাসাকিতে যে সামসঙ্গীত শিখেছিলেন, তিনি 'প্রভুর প্রশংসা কর, হে প্রভুর বালকেরা' সামসঙ্গীতটা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন—এ উদ্দেশ্যেই তো দীক্ষাকালে বালকদের কয়েকটা সামসঙ্গীত শেখানো হয়।

আবার অন্য কেউ শান্তিপূর্ণ মুখমণ্ডলে 'যীশু, মারীয়া' জপ করে চলছিলেন। অন্য কেউ উপস্থিত সকলকে যথাযোগ্য খ্রীষ্টীয় জীবনের উদ্দেশে আহ্বান করছিলেন; এভাবে ও অন্যভাবে তাঁরা দেখাচ্ছিলেন মৃত্যুকরণ করতে তাঁরা প্রস্তুত।

তখন চারজন ঘাতক কোষ থেকে সেই খড়্গ বের করতে লাগল যা জাপানীদের ব্যবহৃত অস্ত্র। সেই দৃশ্যে সকল ভক্তজন চিৎকার করে বলে উঠলেন: যীশু, মারীয়া! এমনকি উপস্থিত বেশ কয়েকজন লোক এমন করুণাপূর্ণ বিলাপ ব্যক্ত করল যা স্বর্গ পর্যন্ত গেল। তাঁদের ঘাতকেরা প্রথম ও দ্বিতীয় আঘাতে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের হত্যা করল।

শ্লোক গা ৬:১৪; ফিলি ১:২৯ দ্রঃ

প্র আমাদের একমাত্র গর্ব সেই যীশুখ্রীষ্টেরই ক্রুশে যিনি আমাদের জীবন, পরিত্রাণ ও পুনরুত্থান:

উ তিনি আমাদের ত্রাণ করলেন, মুক্তও করলেন।

প্র খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর:

উ তিনি আমাদের ত্রাণ করলেন, মুক্তও করলেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী

সাধু যেরোম এমিলিয়ান

তপস্যাকালে : শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে :

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু যেরোম এমিলিয়ান-লিখিত 'সহভ্রাতাদের কাছে পত্রাবলি'

আমাদের কেবল প্রভুতেই ভরসা রাখতে হবে

খ্রীষ্টের প্রিয়তম ভাই ও দরিদ্রদের সেবাসঙ্ঘের সন্তানেরা! তোমাদের অযোগ্য পিতা তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, ও অনুরোধ করছে তোমরা খ্রীষ্টপ্রেমে ও খ্রীষ্টীয় বিধান বিশ্বস্তভাবে পালন করায় নিষ্ঠাবান থাক, যেমনটি আমি তোমাদের মধ্যে থাকাকালে কথা ও কাজে তোমাদের দেখিয়েছি; তবেই আমার মধ্য দিয়ে প্রভু তোমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবেন।

সমস্ত মঙ্গলদানের উৎস সেই ঈশ্বরই আমাদের লক্ষ্য, আর আমরা প্রার্থনায় যেমনটি বলে থাকি, আমাদের কেবল তাঁর উপরেই ভরসা রাখতে হবে, অন্য কারও উপরে নয়। আমাদের দয়াবান প্রভু তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে—কেননা যেমনটি সুসমাচার-রচয়িতা বলেন, লোকদের বিশ্বাসের অভাবে খ্রীষ্ট বহু অলৌকিক কাজ সাধন করতে পারলেন না—ও তোমাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে ইচ্ছা করে সঙ্কল্প নিয়েছেন, তিনি তোমাদেরই দ্বারা কাজ করবেন, যারা দরিদ্র, অত্যাচারিত, দুঃখক্লিষ্ট, পরিশ্রান্ত, সকলের ঘৃণার পাত্র ও আমার নিজের উপস্থিতিতে বঞ্চিত কিন্তু তোমাদের অযোগ্য ও প্রেমের পাত্র এই কোমল পিতার আত্মা থেকে বঞ্চিত নয়।

তোমাদের সঙ্গে কেন এভাবে ব্যবহার করেছেন, তা কেবল তিনিই জানেন বটে, কিন্তু আমরা এর তিনটে কারণ অনুমান করতে পারি। প্রথমত, তোমাদের ধন্য প্রভু তোমাদের চেতনা দান করছেন যে, তোমরা তাঁর পথে নিষ্ঠাবান হলে তিনি নিজ প্রিয়তম সন্তানদের মধ্যে তোমাদের গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন : এভাবেই তো তিনি নিজ বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহার করে তাদের পুণ্যবান করে তুলেছেন।

দ্বিতীয় কারণ এ : তিনি একান্ত বাসনা করেন, তোমরা যেন উত্তরোত্তর তাঁরই উপরে ভরসা রাখ, অন্য কারও উপরে নয়, কেননা যেমনটি বলেছি, যারা কেবল তাঁরই উপরে নিজেদের সমস্ত বিশ্বাস ও আশা রাখতে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে ঈশ্বর নিজ কাজ সাধন করেন না; কিন্তু যারা মহা বিশ্বাস ও আশার অধিকারী ছিল, তাদের অন্তরে ভালবাসার পূর্ণতা সঞ্চার করে তিনি তাদেরই মধ্যে মহা মহা কাজ সাধন করেছেন। সুতরাং তোমরা বিশ্বাস ও আশায় ধনবান হলে তবে যিনি বিনম্রদের উন্নীত করেন তিনি নিজেই তোমাদের মধ্যে মহা মহা কাজ সাধন করবেন।

অতএব তোমাদের কাছ থেকে আমাকে বা তোমাদের কোন প্রিয় ব্যক্তিকে তুলে নেওয়ায় তিনি এ জিনিস দু'টোর মধ্যে তোমাদের বেছে নিতে বাধ্য করবেন : হয় বিশ্বাস থেকে দূরে যাওয়ায় সংসারের বিষয়ে ফিরে যাওয়া, না হয় বিশ্বাসে অটল থাকায় তাঁর সম্মতি লাভ করা।

আর এই তো তৃতীয় কারণ : ঈশ্বর আগুনে যাচাই করা সোনার মতই তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। কেননা যেমন সোনার গাদ আগুন দ্বারা ধ্বংস হয়, কিন্তু খাঁটি সোনা থেকে যায় ও অধিক মূল্যবান হয়, তেমনি যে সৎ দাস আশা রাখে ও দুঃখকষ্টের দিনে তাঁর মধ্যে অটল থাকে, তার সঙ্গে ঈশ্বর সেইভাবে ব্যবহার করেন। ঈশ্বর তাকে আরাম দেন, ও তাঁর প্রেমের খাতিরে দাসটি যা যা ত্যাগ করেছে, তাকে তিনি ইহলোকে তার শতগুণ ও পরলোকে অনন্ত জীবন দান করবেন।

তিনি সকল সাধুসাধ্বীর সঙ্গে এভাবেই তো ব্যবহার করেছেন। ইস্রায়েল জনগণ মিশরে যন্ত্রণাভোগ করলে পর তিনি তাদের সঙ্গে এভাবেই ব্যবহার করেছিলেন : তিনি যে সেখান থেকে বহু আশ্চর্য কাজ দ্বারা তাদের বের করে এনেছিলেন ও প্রান্তরে মান্না খাদ্য খেতে দিয়েছিলেন তা শুধু নয়, প্রতিশ্রুত দেশও তাদের দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রলোভনের বিরুদ্ধে তোমরা বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থাকলে তবে প্রভু ইহলোকে যথাসময় তোমাদের এমন শান্তি ও বিশ্রাম দান করবেন, যা পরলোকে হবে চিরস্থায়ী।

শ্লোক ১ পি ৩:৮,৯; রো ১২:১০-১১

প্র তোমরা সকলে হয়ে ওঠ একপ্রাণ, সমব্যথী, ভ্রাতৃপ্রেমী, করুণাময়, নম্রচিত্ত।

উ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।

প্র পরস্পরের ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহশীল হও, পরস্পরের সম্মান দানে প্রতিযোগিতা কর। সদাগ্রহ ক্ষেত্রে শিথিল হয়ো না, আত্মায় উদ্দীপ্ত হও, প্রভুর সেবা করে চল।

উ কেননা তোমরা তা করতেই আহূত হয়েছ, যেন উত্তরাধিকার রূপে লাভ করতে পার একটা আশীর্বাদ।

একই দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী

সাধ্বী যোসেফিন বাখিতা, চিরকুমারী

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৩:১-৬**

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

পুরস্কার যখন আকাঙ্ক্ষিত, তখন লড়াইকে যেন অস্বীকার করা না হয়; এবং প্রশংসার কথা ভেবে মন যেন কাজকর্মের আগ্রহ প্রজ্বলিত করে। আমরা যা ইচ্ছা করি, যা বাসনা করি, যা যাচনা করি, সেই সমস্ত কিছু পরেই আসবে; কিন্তু যা আমাদের আদেশ করা হয় তা আমরা যেন—সম্ভব হলে—সেই সমস্ত কিছুর খাতিরেই সাধন করি যা পরে আসবে।

সুতরাং দিব্য উক্তিগুলো স্মরণ করেই শুরু কর: সুসমাচারের সমস্ত আজ্ঞা শুধু নয়, দানগুলোও স্মরণ কর। *আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।* স্বর্গরাজ্যটি পরেই তোমার হবে, আপাতত তুমি আত্মায় দীনহীন হও। তুমি কি চাও স্বর্গরাজ্যটি পরে তোমার হবে? তাহলে একটু ভেবে দেখ তুমি নিজেই কার্! হও আত্মায় দীনহীন। হয় তো তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ আত্মায় দীনহীন-এর অর্থ কী। যে কেউ গর্বোদ্ধত সে আত্মায় দীনহীন নয়; সুতরাং যে কেউ বিনম্র, সে-ই আত্মায় দীনহীন। স্বর্গরাজ্যটি ঊর্ধ্বস্থিত, কিন্তু যে নিজেকে নত করে তাকে উচ্চ করা হবে।

পরবর্তী উক্তি লক্ষ কর; তিনি বলেন, *কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার।* তুমি কি চাও এই ইহলোকেই তুমি পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার? তাহলে সাবধান থাক যেন তুমিই পৃথিবীর উত্তরাধিকার না হও। কোমলপ্রাণ হওয়ায়ই তুমি পাবে সেই উত্তরাধিকার, কোমলপ্রাণ না হওয়ায়ই তুমি হবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার। আর 'তুমি পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার' এই প্রস্তাবিত পুরস্কারের কথা শুনতে শুনতে যেন এমনটি না হয় যে তুমি কৃপণতা-গর্ভ বৃদ্ধি কর; এমনটিও যেন না হয় যে তোমার প্রতিবেশী সকলকে বাদে তুমি একাই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হতে ইচ্ছা কর: তেমন ভুলধারণা যেন তোমার পতন না ঘটায়! কেননা তুমি তখনই পাবে পৃথিবীর উত্তরাধিকার যখন তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরে থাক যিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করলেন। কেননা কোমলপ্রাণ হওয়ার অর্থ হল এ: তোমার ঈশ্বরকে প্রতিরোধ করবে না; যেন তোমার সমস্ত কর্মে তুমি নিজেতে নয়, তিনিই তোমাতে প্রীত হন। কেননা এটিও তত লঘু ব্যাপার নয় যে তুমি নিজেকে অসন্তুষ্ট করে তাঁর প্রীতির পাত্র হবে; কেননা নিজেকে সন্তুষ্ট করায় তাঁকে অসন্তুষ্ট করবে।

এগিয়ে আসুক কর্ম, এগিয়ে আসুক দায়িত্ব-ভার: *ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।* তুমি তো পরিতৃপ্ত হতে ইচ্ছা কর। কোথা থেকে? তুমি যখন দৈহিক তৃপ্তির কামনা কর, তখন তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে হজম করার পর আবার ক্ষুধার্ত হবে। আর পানীয় সম্পর্কে তিনি নিজে বলেছিলেন, যে কেউ এই জল পান করে, সে আবার তৃষ্ণার্ত হবে। ঔষধ যখন সুস্থতা এনে দেয়, তখন সেটি ঘার উপরে রাখলেও ব্যথা অনুভূত হয় না; কিন্তু ক্ষুধা দূর করার জন্য যা প্রয়োগ করা হয়, সেই খাদ্য প্রকৃতপক্ষে কেবল কিঞ্চিৎ স্বস্তি

এনে দেয়। তৃপ্তি চলে গেলেই ক্ষুধা ফিরে এসে উপস্থিত! আর আসলে, তৃপ্তির প্রতিকার প্রতিদিন এগিয়ে আসে, অথচ অসুখের ঘা নিরাময় হয় না। তাই এসো, ধর্মময়তার জন্যই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হই যাতে সেই ধর্মময়তায়ই পরিতৃপ্ত হই যার জন্য আমরা এখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। কেননা আমরা তাতেই পরিতৃপ্ত হব যার জন্য আমরা এখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। অতএব আমার অন্তরই যেন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়: তার প্রকৃত খাদ্য থাকুক, তার প্রকৃত পানীয় থাকুক। আমিই সেই রুটি—তিনি বলেছিলেন—যে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। ক্ষুধার্তের রুটি সংগ্রহ কর; তৃষ্ণার্তের পানীয়ও বাসনা কর, কেননা তোমার কাছেই রয়েছে জীবনের উৎস।

পরবর্তী উক্তি লক্ষ কর: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।* এটিই আমাদের ভক্তির শেষ লক্ষ্য: এমন শেষ লক্ষ্য যা আমাদের পূর্ণাঙ্গ করে তোলে, এমন শেষ লক্ষ্য নয় যা আমাদের নিঃশেষিত করে। খাদ্যের একটা শেষ আছে, পোশাকেরও একটা শেষ আছে: খাদ্য শেষ হয় খেতে খেতে, পোশাক শেষ হয় তা বুনতে বুনতে। প্রথমটাও শেষ হয়, দ্বিতীয়টাও শেষ হয়: খাদ্যের বেলায় সেই 'শেষ' অভাবের দিকে ধাবিত, কিন্তু পোশাকের বেলায় 'শেষ' তার পূর্ণতার দিকেই ছুটে চলে। যা কিছু করি, অর্থাৎ কিনা যা কিছু ভাল করেই করি, যা কিছুতে বিশ্রাম পাই, প্রশংসনীয় যা কিছুর জন্য শ্রম করি, মঙ্গলকর যা কিছু বাসনা করি, সেই সবকিছু যখন ঈশ্বরের দর্শনের নাগাল পাবে, তখন সেই সবকিছু আমাদের আর প্রয়োজন হবে না। কেননা ঈশ্বর যার কাছে রয়েছেন, সে আর কীবা অনুসন্ধান করবে? কিংবা, ঈশ্বর যার কাছে যথেষ্ট নন, তার কীবা যথেষ্ট হবে? আমরা ঈশ্বরকে দেখতে চাই, প্রভুকে দেখতে আকাঙ্ক্ষা করি, ঈশ্বরকে দেখবার জন্য পুড়ে মরি। এমন কেউ আছে যার বেলায় এসব কিছু বাস্তব নয়? যা বলা হয়েছিল, তা-ই লক্ষ কর: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।* তেমন প্রস্তুতি নাও, যাতে দেখতে পার। আমাকে সাধারণ ভাষায় কথা বলতে দেওয়া হোক: কেন সূর্যের উদয় দেখতে চাও যখন তোমার চোখ দু'টো ফোলা? চোখ দু'টো সুস্থ হোক, তবে সেই আলো হবে আনন্দ; চোখ দু'টো অসুস্থ হোক, তবে সেই আলো হবে জ্বালাতন। কেননা তোমার হৃদয় শুদ্ধ না হলে, তবে যা শুদ্ধহৃদয়ে ছাড়া দেখা সম্ভব নয়, তা তোমাকে দেখতে দেওয়া হবে না।

শ্লোক মথি ১১:২৯,৩ ৮৯:১৬খ-১৭ক দ্রঃ

প্র আমার জোয়াল কাঁধে তুলে নাও, ও আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়;
উ কেননা আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।
প্র তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব;
উ কেননা আমার জোয়াল সুবহ, ও আমার বোঝা লঘুভার।

১০ই ফেব্রুয়ারী

সাধ্বী স্কলাস্তিকা, চিরকুমারী

পর্ব

প্রথম পাঠ - পরম গীত ২:৮-১৪,১৬

প্রেম মৃত্যুর মতই বলবান

আমার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর!
ওই দেখ, পর্বতশ্রেণীর উপর দিয়ে লাফিয়ে তিনি আসছেন;
গিরিমালা ডিঙিয়ে আসছেন।
আমার প্রেমিক মৃগের মত, হরিণশাবকেরই মত;
ওই দেখ, তিনি আমাদের প্রাচীরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন,
জানালার মধ্য দিয়ে উঁকি মারছেন,
জাফরির মধ্য দিয়ে তাকাচ্ছেন।
আমার প্রেমিক এখন কথা বলছেন;
আমাকে বলছেন:

‘ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
কেননা দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে,
বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে,
মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে,
আনন্দগানের সময় এসেছে,
আমাদের দেশে ঘুঘুর সুর শোনা যাচ্ছে।
ডুমুরগাছ তার প্রথম ফল দেখাচ্ছে,
মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে।
তবে ওঠ, আমার সখী,
আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
হে কপোতী আমার, শৈলের ফাটলে,
খাড়া পর্বতের নিভৃত কোণেই যার বাস,
আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ,
আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
তোমার কণ্ঠস্বর যে সত্যি মধুর,
তোমার শ্রীমুখ যে সত্যি মনোরম।’
আমার প্রেমিক আমারই, আর আমি তাঁরই:
তিনি লিলিফুলের মধ্যে পাল চরান।

শ্লোক পরম গীত ২:১১,১৩,১৪; মথি ২৫:৬

প্র দেখ, শীতকাল পার হয়েই গেছে, বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে: ওঠ, আমার সখী, আমার সুন্দরী! কাছে চলে এসো!
উ হে কপোতী আমার, আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ, আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!
প্র মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়।
উ হে কপোত আমার, আমাকে দেখাও তোমার শ্রীমুখ, আমাকে শোনাও তোমার কণ্ঠস্বর!

(ক বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত ‘সংলাপ’ ২য় পুস্তক ৩৩

যিনি অধিক ভালবেসেছিলেন তিনিই অধিক পেরেছিলেন

ধন্য বেনেডিক্টের বোন স্কলাস্তিকা বাল্যকাল থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন; তিনি সাধারণত প্রতি বছর একবার ভাইয়ের কাছে যেতেন। তখন ঈশ্বরভক্ত পর্বতের পদতলে মঠের এমন এক স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন যা সদর ফটক থেকে বেশি দূরে নয়।

প্রথামত তিনি একদিন মঠে গেলে তাঁর পূজনীয় ভাই কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে করে তাঁকে বরণ করতে পর্বত থেকে নেমে গেলেন। তাঁরা দু’জনে ঈশ্বরের প্রশংসা ও পুণ্য আলাপ-আলোচনায় দিন কাটালেন, ও সন্ধ্যা এলে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলেন।

তারপর সেখানে বসে তাঁরা পুণ্য বিষয়ে কথা বলতে বলতে রাত এত গভীর হয়ে পড়েছিল যে ধর্মপ্রাণ বোনটি ভাইকে অনুরোধ করে বললেন: ‘অনুনয় করি, এই রাতে আমাকে ছেড়ে চলে যেয়ো না, বরং সকাল পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবনের পুণ্য সংলাপে স্বর্গের কথা বলতে থাকি।’ তিনি উত্তর দিলেন: ‘বোন! তুমি কী কথা বলছ? আমি কোন মতেই মঠের বাইরে রাত কাটাতে পারি না।’

ভাইয়ের অসম্মতি শুনে স্কলাস্তিকা টেবিলের উপরে করজোড়ে হাত রেখে সর্বশক্তিমান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাতের উপরে মাথা নত করলেন। তিনি টেবিলের উপর থেকে মাথা তুলতে না তুলতেই বিদ্যুৎ-ঝলক

ও বজ্রধ্বনির সঙ্গে এমন মুষলধারায় ঝড়বৃষ্টি শুরু হয় যে পূজনীয় বেনেডিক্ট ও তাঁর সঙ্গীরাও যেখানে ছিলেন, তাঁদের পক্ষে সেই ঘরের দরজার বাইরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ল।

তখন ঈশ্বরভক্ত মনঃক্ষুণ্ন হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন: 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করুন, বোন! তুমি কী করেছ?' তিনি কিন্তু তাঁকে উত্তরে বললেন: 'দেখ, আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, তুমি কিন্তু আমাকে শুনতে চাওনি। আমার ঈশ্বরকে অনুরোধ করলাম আর তিনি আমাকে শুনলেন। এখন তুমি যাও তো দেখি কি করে যাও। আমাকে ছেড়ে যাও, ফিরে যাও মঠে।'

তাই যিনি সেখানে স্বেচ্ছায় থাকতে চাননি, বাধ্য হয়েই তাঁকে থাকতে হল। ফলে তাঁরা সারা রাত জেগে কাটালেন: আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা একে অপরকে বর্ণনা করতে করতে পুণ্য কথোপকথনে পরিতৃপ্ত হয়ে উঠলেন।

স্কলাস্তিকা যে ভাইয়ের চেয়ে অধিক পেরেছিলেন, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই; যেহেতু যোহনের বাণী অনুসারে 'ঈশ্বর ভালবাসা,' সেজন্য তা সত্যি সঠিক হল যে, যিনি অধিক ভালবেসেছিলেন তিনিই অধিক পেরেছিলেন।

তিন দিন পরের ঘটনা: নিজ কক্ষে বসে ঈশ্বরভক্ত আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখতে পান, বোনের আত্মা দেহ ছেড়ে কপোতের আকারে স্বর্গীয় গৌরবে প্রবেশ করছে। বোনটিকে যে এত মহাগৌরব আরোপ করা হয়েছে, তার জন্য আনন্দের পূর্ণতায় তিনি স্তবস্তুতি ও প্রশংসাগানে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন; তারপর ভ্রাতাদের পাঠালেন তাঁরা যেন তাঁর মৃতদেহ মঠে নিয়ে এসে সেই সমাধিমন্দিরে রাখেন যা তিনি নিজের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

ফলে যাঁরা ঈশ্বরে একপ্রাণ হয়েছিলেন, সমাধিও তাঁদের বিচ্ছিন্ন করতে পারল না।

শ্লোক সাম ১৩২:১

প্র চিরকুমারী স্কলাস্তিকা প্রভুকে অনুরোধ করছিলেন, ভাই যেন তাঁকে ছেড়ে চলে না যান।
উ তাঁর অন্তরে অধিক ভালবাসা ছিল বিধায় তিনি তাঁর জীবনস্বামী ঈশ্বরের কাছ থেকে অধিক পেলেন।
প্র দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর!
উ তাঁর অন্তরে অধিক ভালবাসা ছিল বিধায় তিনি তাঁর জীবনস্বামী ঈশ্বরের কাছ থেকে অধিক পেলেন।

বিকল্প **(খ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - প্রাচীন 'সন্ন্যাসিনীদের নিয়ম'

একথা বিশ্বাস কর যে,
হৃদয়ের শুদ্ধতায় ও অশ্রুজলের প্রাচুর্যেই সাড়া পাবে

দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে। আমরা যখন ঐশদয়ার উপাসনায় যোগ দিই, তখন দেহ ও আত্মাকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হয় যাতে যিনি দরজায় ঘা দেন তাঁকে আমাদের হৃদয়-বেষ্টনীতে গ্রহণ করতে পারি। উপরন্তু, আমার অন্তর পবিত্র আত্মা দ্বারা উদ্দীপ্ত হোক, সেই বিষয়ই ভাবুক যা স্রষ্টার দয়াকে আমাদের অন্নভোজে আসতে জয় করতে পারে, তিনিও যেন স্বয়ং ঈশ্বরের দয়ার অন্নভোজে আমাদের চালিত করেন। কেননা যারা সেই অন্নভোজে এসে উপস্থিত হয়, তারা তাঁর গৃহের প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত হয় ও তাঁর অমৃতধারায় তৃষ্ণা মেটায়, কারণ খ্রীষ্টেই জীবনের উৎস, তাঁর আলোতেই আমরা দেখি আলো। যারা তাঁকে চেনে, তিনি তাদের কাছে নিজ কৃপা দান করেন, সরলহৃদয়দের কাছে নিজ ধর্মময়তা প্রদান করেন।

অতএব জিহ্বা তা-ই নিত্য ঘোষণা করুক যা নিজ দাসের মুখে স্রষ্টার গ্রহণযোগ্য হয়—সামসঙ্গীত-রচয়িতার

এবাণী অনুসারে: *সভয়ে প্রভুর সেবা কর, সকম্পে মেতে ওঠ।* আমরা তখনই সভয়ে স্রষ্টার সেবা করি, যখন প্রশংসাগানের সুরের সঙ্গে সেই শুভকর্মও যোগ করা হয়, যা সামসঙ্গীত-রচয়িতা অন্যত্র 'নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তবগান করা' বাক্যে ব্যক্ত করেন। অতএব সে-ই নৈপুণ্যের সঙ্গে স্তবগান করে, অশুভ কর্ম দ্বারা যে প্রশংসাগানের বিপরীত কাজ না করে, ও যথোচিত ভাবে, তৎপর ও মনোযোগী ভক্তির সঙ্গে যথাসাধ্য ঐশপরাক্রমের সেবা করতে চেষ্টা করে।

আমাদের অন্তর সামসঙ্গীত গানে এমনই সন্নিবিষ্ট থাকুক ও প্রার্থনায় এমনই প্রবৃত্ত থাকুক যাতে পার্থিব কোন বাসনা বাধা না দেয় ও অসার কোন চিন্তা তাকে অন্ধকারময় না করে; কিন্তু স্বর্গীয় বিষয়ের দিকেই আকর্ষিত ও উন্নীত হয়ে বিনম্রতা, পবিত্রতা ও উদ্দীপ্ত ভক্তিতে সজ্জিত হয়ে শাশ্বত পুরস্কারের দিকে ধাবিত থাকুক। এভাবে মর্মবিদ্ধ হয়ে অন্তর স্রষ্টার দয়াকে প্রসন্নতার দিকে জাগিয়ে তুলুক; অন্তর কিন্তু যেন মনে না করে, অধিক কথা বলায়ই সাড়া পাবে, কিন্তু হৃদয়ের শুদ্ধতায় ও অশ্রুজলের প্রাচুর্যেই সাড়া পাবে, কেননা দীর্ঘ প্রার্থনার চেয়ে সরলহৃদয়ই বরং দয়াবান বিচারকের করুণা জাগিয়ে তোলে।

সুতরাং তাঁর কাছে নিত্য প্রার্থনা করা একান্ত প্রয়োজন, তিনি যেন পাপীদের ক্ষমা দান করেন। তাঁর কাছে এভাবে প্রার্থনা করা দরকার, কেননা যিনি মানব পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ক্রুশে তাঁর যন্ত্রণাভোগের মধ্য দিয়ে রোগপীড়িত জগৎকে প্রতিকার দান করলেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক যোহন ৪:২৩-২৪

প্র প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।
প্র ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

বিকল্প **(গ বর্ষ)**

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ১১**

তুমি আমার বোন হতে পার,
যদি আমার প্রাণের ইচ্ছা গ্রহণ কর

যা কিছু উপলব্ধি করা হয়েই গেছে ও সুস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, তার চেয়ে যা কিছু খুঁজে পাওয়া যায় তা-ই অধিক উৎসাহ ও বিস্ময়ের সঙ্গে মানুষ লক্ষ করে; এজন্য যে কেউ সেই ঐশ্বরিক ও অদৃশ্য সৌন্দর্যের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখে সে তার দর্শন পাবার নিত্যই আকাঙ্ক্ষা করে চলে, কেননা সে যা কিছু দেখে তার চেয়ে যা প্রত্যাশা করে তা-ই অধিক ঐশ্বরিক ও বিস্ময়কর। এজন্য কনেও যা কিছু জানে, তা মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ের চোখে প্রত্যক্ষ করলেও, এমনকি অনেক কিছু তার জানা বিষয় হলেও, তথাপি ঐশদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সে কখনও ক্ষান্ত হয় না। ফলত সে আগে সেই ঐশবাণীকে শুনতে পায় যিনি একপ্রকারে দরজায় ঘা দেন, আর সেই শব্দে সে ওঠে; তারপর, শুনবার জন্য কিছুক্ষণ নীরব হয়ে অপেক্ষা করে সে ঐশবাণীর কণ্ঠ শোনে: তিনি বলেন: *দরজা খুলে দাও, বোন আমার, সখী আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার।* তুমি তেমন বাণীর অর্থ কেবল দিব্যদর্শনের সহায়তায়ই উপলব্ধি করতে পার।

ঈশ্বর মহান মোশীর কাছে আলোতেই আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছেন, তারপর মেঘেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। পরিশেষে, মোশী অধিক উন্নত ও সিদ্ধপুরুষ হলে পর ঈশ্বরকে অন্ধকারেই দেখেন। এ থেকে আমরা শিখতে পারি যে, ঈশ্বর-সংক্রান্ত মিথ্যা ও ভ্রান্তিকর মত থেকে দূরে যাওয়াটাই হল অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উত্তরণ। প্রাণ যেন ঐশরহস্যগুলির অধিক সন্নিকট দর্শন পেতে পারে, এজন্য যা দৃশ্য, তার মধ্য দিয়ে, দৃশ্য আকারে যার লোপ হবে না, তার দিকেই প্রাণ চালিত হয়: এ ধারণা এমন এক মেঘের মত যা দর্শনের বিষয়টাকে

নিজ ছায়ায় আবৃত করে ও প্রাণকে গুপ্ত বিষয়ের দিকে চালিত ও অভ্যস্ত করে।

কেননা যে প্রাণ ইহলোকে ঊর্ধ্বের বিষয় লক্ষ করে, সেই প্রাণ মানবস্বরূপ দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা যায় সেই সমস্ত ত্যাগ ক'রে সবদিক দিয়ে ঐশ অন্ধকারে আবিষ্ট হয়ে ঈশ্বরজ্ঞানের গভীরতায় গমনাগমন করে। যা কিছু উপলব্ধ ও দৃশ্য, তা বাইরে ফেলে রেখে প্রাণের পক্ষে এবার কেবল যা অদৃশ্য ও উপলব্ধির অতীত তারই দর্শন পাবার বাকি রয়েছে, আর সেখানেই ঈশ্বর আছেন, যেমনটি শাস্ত্র বিধানকর্তার বিষয়ে বলে: *মোশী সেই অন্ধকারময় মেঘের দিকে এগিয়ে গেলেন যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত ছিলেন।*

এই যে রহস্যের মধ্য দিয়ে প্রাণকে এ রাত্রিতে প্রবেশ করানো হয়, এ রহস্যের প্রবেশপথ কোনটা? ঐশবাণী দরজায় ঘা দেন। দরজা বলতে আমরা রহস্য-ধ্যান বোঝাই, কেননা অনুসন্ধানের বস্তু ধ্যানের মধ্য দিয়েই প্রবেশ করে। যেহেতু সত্য আমাদের স্বরূপের অতীত, এমনকি, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে কেবল আংশিকভাবেই জানা, সেজন্য ঐশবাণী আমাদের মনের দরজায় উপমা ও নিগূঢ়তত্ত্বের মধ্য দিয়েই ঘা দিতে দিতে বলেন, *আমার জন্য দরজা খুলে দাও।* এবং চেতনা দানে তিনি আমাদের দেখান কীভাবে দরজাটা খুলে দিতে হবে; তিনি কেমন যেন চাবি দান করেন, অর্থাৎ সেই মধুর বাক্যগুলি অর্পণ করেন যা দিয়ে তা-ই খোলা হয় যা বন্ধ। বস্তুতই সেই চাবি হল এ সমস্ত বাক্যের অর্থ যা রহস্যগুলিকে খুলে দেয়; অর্থাৎ 'বোন আমার, প্রিয়ে আমার, কপোতী আমার, শুদ্ধমতী আমার।'

তিনি ঠিক যেন বলেন, তুমি যদি ইচ্ছা কর, রাজা যেন প্রবেশ করতে পারেন দরজা খুলে দেওয়া হোক ও তোমার প্রাণের তোরণদ্বারের শির উত্তোলন করা হোক, তাহলে এ প্রয়োজন রয়েছে, আমার প্রাণের ইচ্ছা গ্রহণ করে তুমি আমার বোন হবে, যেমনটি সুসমাচারে লেখা আছে: *যে কেউ আমার ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপন করে, সে-ই আমার ভাই ও আমার বোন।* সুতরাং দরকার আছে, তুমি সত্যের কাছে এগিয়ে যাবে, ও তার এতই সন্নিকট হবে যে কোন মধ্যস্থ দ্বারাও সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। দরকার আছে, তোমার স্বভাব কপোতের শুদ্ধতার অধিকারী হবে; অর্থাৎ কিনা, তুমি কোন কিছুতেই অবিশ্বস্ত হবে না, বরং সমস্ত শুদ্ধতা ও পবিত্রতায়ই পরিপূর্ণ হবে।

শ্লোক পরম গীত ৮:১,২; ফিলে ৭

প্র আহা, তুমি যদি আমার সহোদর হতে, তবে

উ আমি তোমাকে পথ দেখাতাম, আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম; আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে।

প্র ভাই, তোমার ভালবাসায় আমি যথেষ্ট আনন্দ ও আশ্বাস পেয়েছি।

উ আমি তোমাকে পথ দেখাতাম, আমার মাতার ঘরে নিয়ে যেতাম; আর তুমি আমাকে সবকিছুতেই দীক্ষিতা করতে।

১১ই ফেব্রুয়ারী

আনিয়ানের সাধু বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - আনিয়ানের সাধু বেনেডিক্ট-লিখিত 'বিশ্বাসের সহায়তা'

প্রকৃত প্রজ্ঞা

অক্লান্তভাবেই প্রজ্ঞার যাচনা কর, তবেই দীর্ঘায়ু হবে। দয়া ও সত্য তোমাকে ত্যাগ করবে না, কেননা *প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও তোমার কাছে আসবে,* অর্থাৎ তার ডান পাশে দীর্ঘায়ু, ও বাঁ পাশে ঐশ্বর্য ও গৌরব থাকবে। ঈশ্বরের বিধান নিশিদিন জপ করে শাস্ত্র পাঠে নিষ্ঠাবান হয়েই প্রজ্ঞার অন্বেষণ কর, আর যখন তার সন্ধান পাবে তখন সুখী হবে, যেমনটি লেখা আছে: *সুখী সেই মানুষ, যাকে তুমি উদ্বুদ্ধ কর, প্রভু; যাকে শেখাও তোমার বিধানের কথা।* সতর্ক অধ্যবসায়ে দরজায় ঘা দিতে থাক, তবে স্বর্গদ্বার তোমার জন্য খুলে দেওয়া হবে। যখন ঈশ্বরের বাণীই ঐশপ্রজ্ঞা, তখন তত নির্বোধ এমন কেইবা থাকবে যে জিজ্ঞাসা করবে, বিনা প্রজ্ঞায় সে ধর্মময় বলে

সাব্যস্ত হবে কিনা? প্রজ্ঞার কথা শুনেই তো সেই বিশ্বাস অর্জন করা যায় যা হৃদয় শুদ্ধ করে। *যে ধার্মিক, সে তার বিশ্বস্ততা গুণে বাঁচবে, এবং ধার্মিকদের পথ প্রভাতের আলোর মত, যা মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উত্তরোত্তর জ্যোতির্ময় হয়।* যারা তোমাকে তোষামোদ করে বলে যে, সন্ন্যাসী প্রজ্ঞা-অধ্যয়নে নিষ্ঠাবান নাও থাকতে পারে, তাদের কথায় প্রবঞ্চিত হয়ো না, কেননা আমরা পড়েছি যে, প্রেরিতদূত ও তাঁদের শিষ্যদের পরে মণ্ডলীতে সন্ন্যাসীরাই মহত্তর প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল ছিলেন; এবং এ কথাও জানি যে, আজকালের সন্ন্যাসীরাও বিকৃত হননি। সাধু সন্ন্যাসী আম্মোন কি অরিজেনের অবিচল গুরু ছিলেন না? সন্ন্যাসী যেরোমও কি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রজ্ঞার অন্বেষী ছিলেন না? আর অন্য বহু সন্ন্যাসীর কথা উল্লেখ না করলেও যাঁরা উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত তার অধ্যয়নে রত থাকলেন, তাঁদের মধ্যে পোপ গ্রেগরি কি প্রজ্ঞায় সর্বোত্তম সন্ন্যাসী ছিলেন না? তাঁর নামের অর্থ অনুযায়ী তিনি কি তাঁর প্রস্থানের আগের দিন পর্যন্ত 'জাগ্রত' ছিলেন না? তাঁরা সকলে সত্যিই এমন শান্তিপূর্ণ জীবনের অন্বেষণ করতেন যাতে শান্তিতে প্রজ্ঞার কথা শিখতে পারেন; প্রজ্ঞার সন্ধান পাবার উদ্দেশ্যে নিজেদের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ রাখতেন, প্রজ্ঞা পাবার জন্য নিজেদের সমস্ত ধনসম্পত্তি অর্পণ করতেন, যেমনটি প্রজ্ঞার স্বয়ং আত্মা ঘোষণা করেন: *শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমিই তো পরমেশ্বর;* কেননা যে কেউ সেই শান্তিতে দাঁড়ায়, সে নিত্য-জাগ্রত প্রজ্ঞার সঙ্গে বলে: *আমি নিদ্রাগত বটে, কিন্তু আমার প্রাণ জাগ্রত।*

সুতরাং, তুমি যদি ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র হতে ইচ্ছা কর, প্রজ্ঞাকে ভালবাস, কারণ প্রজ্ঞা নিজেই বলে: *যারা আমাকে ভালবাসে, আমি তাদের ভালবাসি, এবং যারা আমার সন্ধান করে তারা আমার সন্ধান পাবে।* ঈশ্বর যেন তোমার সন্ধান করেন তুমি ঈশ্বরের সন্ধান কর, *অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ অন্বেষণ কর,* তবে সান্ত্বনা পাবে, ও তাঁর পরিচয় পাবার পর তুমিও তাঁর কাছে পরিচিত হবে, কেননা, *যে কেউ তাঁর পরিচয় পায়নি, সেও পরিচিত হবে না, কিন্তু যে তাঁর পরিচয় পেয়েছে, সে তাঁর দ্বারা পরিচিত হবে।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:১০,১১; ৮:২

প্র স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের চেয়েও প্রজ্ঞাকে আমি ভালবাসলাম, আলোর চেয়েও প্রজ্ঞালাভে প্রীত হলাম:
উ প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।
প্র তরুণ বয়স থেকে আমি প্রজ্ঞাকেই ভালবেসেছি, তারই অন্বেষণ করেছি; আমি তার সৌন্দর্যের প্রেমে পড়েছি।
উ প্রজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মঙ্গলও আমার কাছে এল।

একই দিন ১১ই ফেব্রুয়ারী

লুর্দ তীর্থের ধন্যা মারীয়া

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধ্বী বের্নাডেট সুবিরুর পত্র

একজন মহিলা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন

একদিন কাঠ সংগ্রহ করতে দু'জন মেয়েদের সঙ্গে গাভে নদীর কূলে গিয়ে আমি একটা শব্দ শুনতে পেলাম। মাঠের দিকে ফিরে তাকালাম, কিন্তু কৈ, কোন গাছ নড়ছেই না; তাই মাথা উচ্চ করে গুহার দিকে চেয়ে দেখলাম। আমি এমন এক মহিলাকে দেখতে পেলাম যিনি শুভ্র বস্ত্রে সজ্জিতা। তাঁর পরনে একটি সাদা পোশাক, ও তাঁর কোমরে নীল রঙের বন্ধনী। পা দু'টোর উপরে একটা করে সোনালী গোলাপফুল, রোজারী মালাও ফুলের মত সোনালী।

তেমন দৃশ্যে আমি আঙুল দিয়ে চোখ দু'টো আঁচড়ালাম—মনে করছিলাম মরীচিকাই দেখছি। তখন হাত দু'টো কোলে নিলাম, সেখানে আমার রোজারী মালা পেলাম। ক্রুশ চিহ্নও করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু হাত তুলতে পারলাম না, এমনকি হাত নেমে গেল। সেই মহিলা ক্রুশ চিহ্ন করায় আমিও, যদিও টলমল হাত দিয়ে, ক্রুশ চিহ্ন করতে চেষ্টা করলাম, শেষে তা করতে পারলাম। একই সময়ে রোজারী মালা আবৃত্তি করতে শুরু করলাম, সেই মহিলাও তাঁর নিজের রোজারী মালার দানাগুলো টিপছিলেন, তবু ওষ্ঠ নাড়াচ্ছিলেন না। রোজারী মালা শেষ হলে

দর্শনটা মিলিয়ে গেল।

আমি সেই মেয়ে দু'টোকে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা কিছু দেখতে পেয়েছে কিনা, কিন্তু তারা বলল, না, তারা কিছুই দেখেনি; আর শুধু তা নয়, আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমিই তাদের কীবা প্রকাশ করব। তখন আমি বললাম, সাদা বস্ত্রে সজ্জিতা একটি মহিলাকে দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি যে কে তা জানতাম না। তবু আমি তাদের বললাম তারা যেন এবিষয়ে কারও সঙ্গে কথা না বলে। তবে তারাও আমাকে অনুরোধ করল আমি যেন সেই স্থানে আর ফিরে না যাই, কিন্তু আমি তাতে সম্মত হলাম না।

এজন্য আমি রবিবারে সেখানে ফিরে গেলাম, কেননা কেমন যেন আত্মিক একটা আহ্বান অনুভব করছিলাম। সেই মহিলা আমাকে কেবল তৃতীয় বারেই আমার সঙ্গে কথা বললেন, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি পনেরো দিন ধরে তাঁর কাছে যেতে রাজি কিনা। আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, আমি রাজি। তবে তিনি এ কথাও বললেন, আমাকে যাজকদের চেতনা দিতে হবে তাঁরা যেন সেখানে একটা গির্জা নির্মাণ করান; এরপর তিনি ঝরনায় জল পান করতে আমাকে আদেশ করলেন। যেহেতু কোন ঝরনা দেখতে পাচ্ছিলাম না, আমি গাভে নদীর দিকে যাচ্ছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে ইঙ্গিত করে দেখালেন যে, নদীর কথা বলছিলেন না, ও একটা ঝরনার দিকে অঙুলি নির্দেশ করলেন। সেখানে গিয়ে আমি কাদায় সামান্য জল ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। হাত বাড়ালাম, কিন্তু কিছু নিতে পারলাম না; তাই খুঁড়তে লাগলাম, আর শেষে একটু জল তুলতে পারলাম; তিনবার করে তা ফেলে দিলাম, চতুর্থ বারে তা খেতে পারলাম। তখনই দর্শনটা মিলিয়ে গেল আর আমি বাড়ির দিকে ফিরে গেলাম।

তবু পনেরো দিন ধরে আমি সেখানে গেলাম, ও সোমবার ও শুক্রবার ছাড়া অন্য সকল দিনে সেই মহিলা আমাকে দর্শন দিলেন, ও পুনরায় বললেন আমি যেন যাজকদের এ খবর দিই তাঁরা যেন সেখানে একটা গির্জা নির্মাণ করান; আমাকে বললেন আমি যেন সেই ঝরনার জলে হাত মুখ ধুই ও পাপীদের মনপরিবর্তনের জন্য যেন প্রার্থনা করি। আমি বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কে, কিন্তু তিনি কোমলভাবে হাসিমুখ দেখাচ্ছিলেন। পরিশেষে হাত দু'টো উচ্চ করে রেখে ও স্বর্গের দিকে চোখ তুলে তিনি আমাকে বললেন, তিনি অমলোদ্ভব।

সেই পনেরো দিনের মধ্যে তিনি আমাকে তিনটে রহস্যও প্রকাশ করলেন; সেই বিষয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতে সম্পূর্ণরূপেই নিষেধ করলেন; আর আসলে আজ পর্যন্ত আমি সেই আদেশ বিশ্বস্তভাবে পালন করে এলাম।

শ্লোক লুক ১:৪৬,৪৯,৪৮

℣ প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ:
℟ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান: পবিত্রই তাঁর নাম।
℣ এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;
℟ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান: পবিত্রই তাঁর নাম।

১৪ই ফেব্রুয়ারী

মঠাশ্রমী সাধু সিরিল ও বিশপ সাধু মেথোদিউস

স্মরণ

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - স্লাভনিক ভাষায় কনস্তান্তিনের জীবনী **১৮**

তোমার মণ্ডলীর বৃদ্ধি ঘটাও
ও সকলকে ঐক্যে সম্মিলিত কর

সিরিল কনস্তান্তিন বহু পরিশ্রমে শ্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ও বহু দিন ধরে ভুগলেন। তখন ঈশ্বরের একটা দর্শন দ্বারাই আরাম পেলেন, ও এভাবে গান করতে লাগলেন: *ওরা যখন আমাকে বলল, আমরা প্রভুর গৃহে যাব, তখন আমার প্রাণ আনন্দ পেল ও আমার হৃদয় মেতে উঠল।*

পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে তিনি সারা দিন ধরে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে থাকলেন, ও একথা বলছিলেন, 'এ ক্ষণ থেকে আমি সম্রাটের দাসও নই, পৃথিবীর কোন মানুষেরও দাস নই, আমি কেবল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই দাস। আমি ছিলাম না, এখন কিন্তু আছি ও চিরকাল ধরে থাকব। আমেন।'

পরদিন তিনি সাদা সন্ন্যাস-বস্ত্র পরিধান করলেন, ও আলোয় আলো যোগ করে নিজের নাম রাখলেন সিরিল। এভাবে পরিবৃত হয়ে তিনি পঞ্চাশ দিন কাটালেন।

প্রস্থানের সময় ও চিরকালীন বিশ্রামের দিকে যাওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হলে তিনি ঈশ্বরের দিকে হাত তুলে চোখের জল ফেলতে ফেলতে প্রার্থনা করে বলছিলেন: 'হে প্রভু, আমার ঈশ্বর, তুমি যে সমস্ত শ্রেণির স্বর্গদূত ও অশরীরী সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছ, আকাশমণ্ডল রচনা করেছ ও পৃথিবী অটল করে রেখেছ, এবং শূন্যতা থেকে অস্তিত্বশীল সমস্ত কিছু গড়েছ, যারা তোমার ইচ্ছা পালন করে, তোমাকে ভয় করে ও তোমার আদেশগুলো মেনে চলে তাদের কথা তুমি যে সর্বদাই শোন, এবার আমার প্রার্থনা শোন: তোমার অযোগ্য ও অপদার্থ এ দাসকে যাদের পরিচালনায় নিযুক্ত করেছ, তোমার সেই মেষপালকে বিশ্বাসে রক্ষা কর।

যারা তোমার নাম নিন্দা করে, তাদের ভক্তিহীন ও বিধর্মী শঠতা থেকে তাদের মুক্ত কর; তোমার মণ্ডলী যেন সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে, সকলকে ঐক্যে সম্মিলিত কর।

তোমার জনগণকে পবিত্র কর, সত্যকার বিশ্বাসে ও নির্ভুল ধর্মস্বীকারে তাদের একাত্মা করে তোল, ও সকলের হৃদয়ে তোমার পুণ্য ধর্মের কথা সঞ্চার কর। কেননা তোমার খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য, শুভকর্মে ভাইবোনদের উৎসাহিত করার জন্য ও তোমার গ্রহণীয় কাজ সম্পাদন করার জন্য তোমার মনোনীতজন হওয়া তোমারই দান।

যাদের তুমি আমার হাতে ন্যস্ত করেছ, তাদের আমি তোমারই বলে ফিরিয়ে দিই; তোমার পরাক্রমী ডান হাত দ্বারা তাদের চালিত কর, তোমার পক্ষ-ছায়ায় তাদের রক্ষা কর, যেন সকলে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামের—তোমার এই নামেরই প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করে। আমেন।'

তারপর পুণ্য চুম্বনে সকলকে চুম্বন করে তিনি বললেন: 'ধন্য ঈশ্বর! তিনি তো আমাদের অদৃশ্য শত্রুদের দাঁতের শিকার আমাদের হতে দিলেন না, বরং তাদের জাল ছিন্ন করলেন ও যারা আমাদের সর্বনাশ চাচ্ছিল তাদের ইচ্ছা থেকে আমাকে মুক্ত করলেন।'

আর এভাবে বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি প্রভুতে নিদ্রাগত হলেন। পোপ মহোদয় নির্দেশ দিলেন, রোমে যে সকল গ্রীক ছিলেন এবং রোমীয়েরাও মোমবাতি হাতে করে সম্মিলিত হয়ে গান করবেন, ও তাঁর উদ্দেশে এমন মর্যাদাপূর্ণ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পালন করা হবে যা স্বয়ং পোপেরই যোগ্য; আর সেই নির্দেশ পালন করা হল।

শ্লোক সাম ৮৯:২০,২১-২২; যেরে ৩:১৫

প্র এককালে দর্শন দিয়ে কথা ব'লে তুমি একথা বলেছিলে তোমার ভক্তজনদের কাছে: আমি জনগণের মধ্য থেকে একটি যুবককে উন্নীত করলাম। আমার দাস দাউদের পেয়েছি সন্ধান,
উ তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে; আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে।
প্র আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মত পালকদের দেব, তারা সদ্‌জ্ঞানে ও সুবুদ্ধিতে তোমাদের চরাবে;
উ তাকে অভিষিক্ত করেছি আমার পবিত্র তেলে; আমার হাত তার সঙ্গে সদাই দৃঢ় থাকবে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী

মারীয়াসেবক সঙ্ঘের সপ্ত প্রতিষ্ঠাতা

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - মারীয়াসেবক সঙ্ঘের উৎপত্তি সংক্রান্ত কাহিনী

পুণ্যবানদের প্রশংসা হোক

ফ্লরেন্সে অধিক মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য এমন সাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাঁরা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন ও একই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আমাদের শ্রদ্ধেয়া মারীয়া তাঁদেরই দ্বারা নিজ ও আপন সেবকদের ধর্মসঙ্ঘ শুরু করে দিলেন। যখন আমি আমাদের সঙ্ঘে যোগ দিয়েছি, তখন ব্রাদার আলেস্যিওকে ছাড়া তাঁদের মধ্যে জীবিত কাউকে আর পাইনি। আমি মনে করি, আমাদের শ্রদ্ধেয়া প্রসন্ন হয়ে আমাদের দিন পর্যন্তই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখলেন যেন তাঁর নিজের কণ্ঠ থেকেই আমরা আমাদের সঙ্ঘের উৎপত্তির কথা জানতে পারি।

আমি যেভাবে স্বচক্ষে দেখেছি, তাঁর জীবনাচরণ যে তাঁর দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে মঙ্গলের দিকে উপস্থিত সকলকে আকর্ষণ করছিল তা শুধু নয়, কিন্তু তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের শুদ্ধাচরণ দ্বারা তাঁর জীবন তাঁদের প্রথম সাহচর্যের গভীর ধর্মভাব বিষয়ে সাক্ষ্য দিত। একসঙ্গে মিলিত হবার আগেও তাঁদের জীবন চারমুখী বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত ছিল।

প্রথম বৈশিষ্ট্য মণ্ডলীমুখী ছিল। বাস্তবিক তাঁদের কয়েকজন কৌমার্য ও শুচিতা বজায় রাখতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; অন্য কেউ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন; আবার অন্য কেউ স্ত্রীর মৃত্যু হেতু বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তবুও সকলেই খ্রীষ্টের কনের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নাগরিকদের কল্যাণ লক্ষ করত। বস্তুত তাঁরা ব্যবসায়ী ছিলেন, ও পার্থিব সম্পদ ক্রয়-বিক্রয় করতেন। কিন্তু যখন সেই অমূল্য রত্নের খোঁজ পেলেন, তখন তাঁদের যা যা ছিল কেবল তা-ই গরিবদের কাছে বিলিয়ে দিলেন না, কিন্তু ঈশ্বর ও আমাদের শ্রদ্ধেয়ার হাতে সানন্দে নিজেদেরও নিবেদন করে উত্তম বিশ্বস্ততায় তাঁদের সেবা করে চললেন।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য কুমারীর মর্যাদা ও সম্মানকেই লক্ষ করত। ফ্লরেন্সে কুমারী মারীয়ার সম্মানে প্রাচীনকাল থেকে স্থাপিত এমন সঙ্ঘ ছিল যা তার প্রাচীনতার জন্য ও নর-নারী সদস্য-বহুসংখ্যা ও পবিত্রতারও জন্য অন্য সঙ্ঘগুলির তুলনায় এমন সুনাম অর্জন করেছিল যার ফলে 'সাধ্বী মারীয়ার মহাসঙ্ঘ' বলে অভিহিত ছিল। একত্রে সম্মিলিত হওয়ার আগে আমাদের সাত ব্যক্তিত্ব তেমন সঙ্ঘেরই উত্তম সদস্য ছিলেন।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য আত্মার পবিত্রতা সংক্রান্ত ছিল। তাঁরা ঈশ্বরকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালবাসতেন, তাঁর দিকে তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম চালিত করতেন, ও তাঁদের সমস্ত চিন্তায়, কথায় ও কর্মে তাঁকে সম্মান করতেন।

দৃঢ় সঙ্কল্পে ঐক্যবদ্ধ জীবন পালন করতে সম্মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর তাঁরা ঐশ অনুপ্রেরণা ও মারীয়ার আহ্বানে ধাবিত হয়ে নিজ নিজ গৃহ ও পরিবার ত্যাগ করলেন। যা কিছু প্রয়োজন তা পরিবারকে দিয়ে বাকি সমস্ত কিছু গরিবদের কাছে বিলি করে দিলেন।

পরিশেষে তাঁরা জীবনাচরণে আদর্শবান ব্যক্তিত্বদের কাছে গিয়ে তাঁদের সঙ্কল্প বিষয় তাঁদের অবগত করলেন।

তাতে সেনারিও পর্বতে গিয়ে উঠে ও পর্বতচূড়ায় এমন কুটির নির্মাণ করে যা তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তাঁরা একসঙ্গে জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে সেখানে চলে গেলেন।

সেখানে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠলেন যে, কেবল নিজেদেরই পবিত্রীকরণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয়া তাঁদের সম্মিলিত করেছিলেন এমন শুধু নয়; অন্যরাও যোগদান করায় তাঁদের দ্বারা তাঁর শুরু করা সঙ্ঘটি যেন বিস্তার লাভ করে এজন্যও তিনি তাঁদের আহ্বান করেছিলেন। এজন্য তাঁরা অন্য অন্য ভাইকে গ্রহণ করতে নিজেদের প্রস্তুত করলেন, ও সেসময় থেকে কয়েকজনকে গ্রহণ করলেন, তাতে নতুন সঙ্ঘটিকে আরম্ভ করে দিলেন। ফলে আমাদের সঙ্ঘ মারীয়া দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত, আমাদের ভাইদের বিনম্রতায় স্থাপিত, তাঁদের একাত্মতায় গাঁথা ও দরিদ্রতায় সংরক্ষিত হল।

শ্লোক শিষ্য ৪:৩২; ২:৪৬-৪৭ দ্রঃ

প্র সঙ্ঘটি ছিল একমন একপ্রাণ; তাদের কেউই নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছু নিজেরই বলত না,

℣ সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।

℟ তাঁরা সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন, ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন; ছিলেন জনগণের অনুগ্রহের পাত্র।

℣ সবকিছুতে সকলের সমান অধিকার ছিল।

২১শে ফেব্রুয়ারী

সাধু পিতর দামিয়ান, বিশপ ও মণ্ডলীর আচার্য

স্মরণ

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু পিতর দামিয়ানের পত্রাবলি **৮ম পুস্তক, ৬**

দুঃখের পরে শান্ত মনে আনন্দের প্রতীক্ষা কর

প্রিয়তম, আমাকে অনুরোধ করেছ আমি যেন সান্ত্বনাদায়ী লিখিত কিছু বাণী তোমার কাছে প্রেরণ করি ও সেই সমস্ত আঘাত—যা তুমি সহ্য করে আসছ—সেগুলোর কারণে জর্জরিত তোমার অন্তরকে যেন লঘুভার করে তুলি।

কিন্তু তোমার সদ্বিবেচনার ভাব যদি নিদ্রাগত হয়ে না থাকে, তবে সান্ত্বনাটি তোমারই আয়ত্তে রয়েছে, কেননা বাণীই নিঃসন্দেহে দেখায় যে, স্বর্গীয় উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য তোমাকে সন্তানেরই মত ঐশ্বরিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। বাস্তবিকই, *সন্তান, ঈশ্বরের সেবায় এগিয়ে যেতে আকাঙ্ক্ষী হলে ধর্মময়তা ও সম্ভ্রমে নিষ্ঠাবান থাক, ও কঠোর পরীক্ষার জন্য নিজের প্রাণ প্রস্তুত কর,* এ বাণী ছাড়া স্পষ্টতর আর কী আছে?

যেখানে সম্ভ্রম ও ধর্মময়তা উপস্থিত, সেখানে যে কোন প্রতিকূল পরীক্ষা ক্রীতদাসের নির্যাতন নয়, বরং পিতৃসুলভ শাসন। এজন্য সেই ধন্য যোবও কশাঘাতের মধ্যে বলে ওঠেন: *যিনি শুরু করেছেন, তিনি আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করুন; হাত বাড়িয়ে আমাকে নিপাতিত করুন;* আর তিনি এ কথাও বলেন: *তবু এখনও আমার সান্ত্বনা আছে, অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি যেন আমাকে রেহাই না দেন।*

কেননা ঈশ্বরের মনোনীতদের পক্ষে ঐশ শাস্তি নিজেই তো মহা সান্ত্বনা, কারণ যে ক্ষণিকের কশাঘাত তারা বহন করছে, সেগুলোর মধ্য দিয়ে তারা দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে, এই দৃঢ় প্রত্যাশায় যে, স্বর্গীয় আনন্দের গৌরব জয় করবেই। এজন্যই স্বর্ণকার সোনা গাদ থেকে শোধন করতে তা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে; এজন্যই ধাতুর উজ্জ্বল প্রকৃতি যেন অধিক স্পষ্ট প্রকাশ পায় ফাইল ধাতুকে ঘষাঘষি করে। আগুনের শিখা যেমন কুমোরের পাত্র যাচাই করে, তেমনি নিপীড়ন ধার্মিকদের পরীক্ষা করে। এজন্য ধন্য যাকোবও একথা বলেন: *হে আমার ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হও, তখন তা পরম আনন্দের বিষয় মনে কর।*

অনিষ্ট করেছে বিধায় ইহলোকে যাদের ক্ষণস্থায়ী ক্লেশ দেওয়া হয়, কিন্তু শুভকর্মের প্রতিদানে স্বর্গে যাদের শাশ্বত পুরস্কার গচ্ছিত রয়েছে, সঙ্গতভাবেই তাদের আনন্দ করা উচিত।

সুতরাং হে প্রিয়তম ও মধুর ভাই, যে পর্যন্ত আঘাত তোমায় ঘিরে রাখে, যে পর্যন্ত আঘাত ও ঈশ্বরের শাসন দ্বারা শাস্তি ভোগ কর, সেই পর্যন্ত মনে মনে নিরাশ হয়ো না, তোমার বুক থেকেও যেন অসন্তোষমূলক বিলাপ না বের হয়। দুঃখের তিক্ততা যেন তোমাকে সম্পূর্ণরূপে ছেঁকে না ধরে, মনের দুর্বলতা যেন তোমাকে অস্থির না করে; বরং তোমার মুখমণ্ডলে শান্তি ও অন্তরে আনন্দই যেন সর্বদা বিরাজ করে, ও তোমার ওষ্ঠে যেন ধন্যবাদসূচক বাণী ধ্বনিত থাকে।

কেননা সেই ঐশ পরিকল্পনারই প্রশংসা করা দরকার যা চিরকালীন কশাঘাত থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ক্ষণকালীন কশাঘাতেই তার আপনজনদের আঘাত করে, উন্নীত করার উদ্দেশ্যে নমিত করে, নিরাময় করার উদ্দেশ্যে ছেটে ফেলে, ও ঊর্ধ্বে তোলার উদ্দেশ্যে নিপাতিত করে। অতএব, হে প্রিয়তম, পবিত্র শাস্ত্রের এ বাণী ও অন্য বাণী দ্বারা নিজের মন বলীয়ান করে তোল, ও দুঃখের পরে শান্ত মনে আনন্দের প্রতীক্ষা কর।

প্রত্যাশাই তোমাকে আনন্দে উন্নীত করুক ও ভক্তি তোমার উদ্দীপনা উদ্দীপ্ত করুক, যাতে এবিষয়ে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার অন্তর বাহ্যিক দিক দিয়ে যা সহ্য করে তা ভুলে যায়, ও মনে মনে যা ধ্যান করে তা দ্বারা পুনরুজ্জীবিত হয়ে তার দিকেই ধাবিত হয়।

শ্লোক সিরা ৩১:৮,১১,১০

প্র সুখী সেই ধনবান মানুষ, সবার দৃষ্টিতে যে নিষ্কলঙ্ক, সোনার পিছনে যে ছুটে যায় না:
উ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।
প্র অপরাধ করতে পারলেও সে অপরাধ করেনি, অনিষ্ট করতে পারলেও তা করেনি:
উ তার সম্পদ প্রভুতে স্থিতমূল থাকবে।

২২শে ফেব্রুয়ারী

প্রেরিতদূত সাধু পিতরের ধর্মাসন

পর্ব

প্রথম পাঠ - শিষ্য ১১:১-১৮

পিতর বিজাতীয়দের মনপরিবর্তনের কথা বর্ণনা করেন

সেসময়, প্রেরিতদূতেরা ও যুদেয়াবাসী ভাইয়েরা শুনতে পেলেন, বিজাতীয়রা ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করেছে; আর যখন পিতর যেরুসালেমে গেলেন, তখন পরিচ্ছেদিত লোকেরা এই বলে তাঁকে সমালোচনা করল, 'আপনি অপরিচ্ছেদিত লোকদের বাড়িতে প্রবেশ করেছেন, ও তাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেছেন।'

তাই পিতর পর পর সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করলেন; তিনি বললেন: 'আমি যাফা শহরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময়ে আমার ভাবসমাধি হল; তখন দর্শনযোগে আমি দেখতে পেলাম, বড় চাদরের মত কী যেন একটা জিনিস নেমে আসছে, তার চার কোণ ধরে তা আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর তা আমার কাছে পর্যন্ত এল; তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, তখন দেখলাম, তার মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু, বন্যজন্তু, সরিসৃপ ও আকাশের যত পাখি। তারপর শুনতে পেলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছে, ওঠ, পিতর; ওগুলো মেরে খাও। কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমনটি না হোক! অপবিত্র বা অশুচি কোন কিছু কখনও আমার মুখের ভিতরে যায়নি। তখন, দ্বিতীয়বারের মত, আকাশ থেকে সেই কণ্ঠস্বর এই উত্তর দিল: ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তা তুমি অপবিত্র বলো না। এভাবে তিনবার ঘটল; তারপর সেই সবকিছু আবার আকাশে টেনে নেওয়া হল। আর দেখ, আমরা যে বাড়িতে ছিলাম, ঠিক তখনই তিনজন পুরুষ সেখানে এসে দাঁড়াল; তাদের সীজারিয়া থেকে আমাকে খোঁজ করতে পাঠানো হয়েছিল। আর আত্মা আমাকে দ্বিধা না করেই তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। এই ছ'জন ভাইও আমার সঙ্গে গেলেন; আর আমরা সেই বাড়িতে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের বললেন যে, তিনি এক দূতের দর্শন পেয়েছিলেন, সেই দূত তাঁর বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, যাফায় লোক পাঠিয়ে সিমোন, যাকে পিতর বলে, তাকে ডাকিয়ে আন; সে তোমাকে এমন কথা বলবে, যা দ্বারা তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে পরিত্রাণ পাবে। আমি কথা বলতে শুরু করলেই পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে এলেন, ঠিক যেভাবে শুরুতে আমাদের উপর নেমে এসেছিলেন, আর আমার প্রভুর কথা মনে পড়ল, যখন তিনি বলেছিলেন, *যোহন জলে দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায়ই দীক্ষাস্নাত হবে।* তাই আমরা প্রভু যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাসী হলে পর ঈশ্বর যেমন আমাদের, তেমনি যখন তাঁদেরও সমান অনুগ্রহ দান করলেন, তখন আমি কি এমন একজন যে ঈশ্বরকে বাধা দিতে সক্ষম?'

এই সকল কথা শুনে তারা তুষ্ট হল এবং এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, 'তবে ঈশ্বর বিজাতীয়দের কাছেও সেই মনপরিবর্তন দান করেছেন যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়।'

শ্লোক লুক ২২:৩২; মথি ১৬:১৭খ দ্রঃ

প্র সিমোন পিতর, আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়;

℟ আর তুমি যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তোমার ভাইদের সুস্থির কর।
℣ রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন;
℟ আর তুমি যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তখন তোমার ভাইদের সুস্থির কর।

(বিজোড় বর্ষ) দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি মনোনয়নের ৪র্থ বার্ষিকী, ২-৩

খ্রীষ্টমণ্ডলী পিতরের দৃঢ় বিশ্বাসের উপরে উত্তোলিত

সকল জাতির কাছে পরিত্রাণের প্রচারক হতে ও সকল প্রেরিতদূত ও মণ্ডলীর পিতৃগণের মাথা স্বরূপ হতে সকল মানুষের মধ্যে কেবল পিতরই মনোনীত হলেন। ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে যাজক ও বিশপ অনেকেই বটে, কিন্তু সকলের প্রকৃত নেতা হলেন পিতর—খ্রীষ্টের চূড়ান্ত তত্ত্বাবধানের অধীন হয়েই নেতা। প্রিয়জনেরা, ঈশ্বর তাঁর প্রসন্নতায় এই মানুষটিকে বিস্ময়কর ও মহা পরিমাপে নিজ অধিকারের অংশী করে তুলতে ইচ্ছা করলেন। আর যদিও একথা সত্য যে, তিনি মণ্ডলীর অন্যান্য নেতাদেরও কোন না কোন প্রকারে পিতরের অধিকারের অংশী করতে চাইলেন, তবু যা তিনি অন্যদের দিতে অস্বীকার করেননি, তা সবসময় তাঁরই দ্বারা দান করেন।

প্রভু প্রেরিতদূতদের জিজ্ঞাসা করেন, লোকে তাঁর বিষয়ে কী চিন্তা করে; মানবীয় বুদ্ধির অনিশ্চয়তা যতদূর ব্যাপ্ত হয়, ততদূর সকলের উত্তর প্রকৃতপক্ষে একই উত্তর হয়। কিন্তু যখন প্রেরিতদূতদের কাছে তাঁদের নিজস্ব ধারণা চাওয়া হয়, তখন যিনি প্রৈরিতিক মর্যাদায় প্রথম, তিনি প্রভুর স্বীকারোক্তিতেও প্রথম হন।

তিনি বলেন: *আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র,* এবং যীশু তাঁকে উত্তরে বলেন, *যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন।* তার মানে: তুমি সুখী, কারণ আমার পিতাই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করলেন; কোন মানবীয় ধারণা তোমাকে বিভ্রান্ত করেনি, দিব্য প্রেরণাই তোমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে; রক্তমাংসের মানুষ নয়, বরং আমি যাঁর অদ্বিতীয় পুত্র, সেই তিনিই তো তোমার কাছে আমার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তারপরে যীশু বলে চলেন: *আর আমি তোমাকে বলছি,* অর্থাৎ: আমার পিতা যেমন তোমার কাছে আমার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেছেন, তেমনি আমিও তোমার কাছে তোমার মর্যাদা জ্ঞাত করছি। *তুমি তো পিতর,* অর্থাৎ, আমি যখন অলঙ্ঘ্য শৈল, আমি যখন সেই সংযোগপ্রস্তর যা সেই দুই জাতিকে এক-জাতি করে তোলে, আমি যখন সেই ভিত্তি যা কেউই পাল্টাতে পারে না, তখন তুমিও শৈল, কারণ আমার শক্তিতেই তুমি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, যেন অধিকারসূত্রে যা কিছু আমার, আমার সঙ্গে তোমার সহভাগিতা গুণে তা তোমারও হতে পারে। *এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না:* আমি এই দৃঢ় ভিত্তির উপরেই সনাতন মন্দির প্রতিষ্ঠা করব, আর আমার সেই মণ্ডলীর ভিত যা স্বর্গ পর্যন্তই উন্নীত হবার কথা, এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপরেই গাঁথা থাকবে।

পাতালের দ্বার এই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না, মৃত্যুর বাঁধনও তা জড়িয়ে ধরতে পারবে না, কেননা এই কণ্ঠস্বর জীবনেরই কণ্ঠস্বর। এমন কণ্ঠস্বর যা স্বর্গেই তার সাক্ষীদের তুলে আনে, ও পাতালেই তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিমজ্জিত করে। এজন্য তিনি ধন্য পিতরকে বলেন: *স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে:* এই অধিকারের গুণ যে অন্য প্রেরিতদূতদেরও দান করা হল তা বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠামূলক বিধান মণ্ডলীর সকল ধর্মনেতাদের হাতেও এসে পৌঁছেছে; কিন্তু সকলকে যা নির্দেশরূপে দেওয়া হয়েছে, তা যে কেবল একজনেরই হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, তা এমনিই ঘটেনি: প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-বিশেষ হিসাবে পিতরেরই হাতে তা দেওয়া হয়েছে, কেননা মণ্ডলীর অন্য ধর্মপালকদের মর্যাদার তুলনায় পিতরেরই মর্যাদা অগ্রগণ্য।

শ্লোক মথি ১৬:১৯ দ্রঃ

℣ সিমোন পিতর, নৌকা থেকে তোমাকে ডাকবার আগেও আমি তোমাকে চিনতাম। তোমাকে করেছি আমার জনগণের জননেতা।
℟ স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দিয়েছি।
℣ পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।

উ স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দিয়েছি।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

দ্বিতীয় পাঠ - শিষ্যচরিতের সূচনায় সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ২:৬

স্বীকারোক্তিতে সরল বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন বিধায়
পিতর এ নাম অর্জন করলেন

তোমরা যে আমার শিষ্য, তা সকলে এতেই বুঝতে পারবে, যদি পরস্পরের প্রতি তোমাদের ভালবাসা থাকে। দেখ, আশ্চর্য কাজ দ্বারা নয়, জীবনাচরণ দ্বারাই শিষ্যদের পরিচয় প্রকাশিত। *যোহনের ছেলে সিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর।* এই যে আর একটি চিহ্ন, এ চিহ্নও জীবনাচরণ থেকে নেওয়া। তারপর তৃতীয় একটা চিহ্ন রয়েছে: *অপদূতেরা যে তোমাদের বশীভূত হয়, এতে আনন্দ করো না, এতেই বরং আনন্দ কর যে, তোমাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।* এও সদাচরণের উপর নির্ভর করে।

তুমি কি চতুর্থ একটা প্রমাণ জানতে ইচ্ছা কর? তিনি বলেন: *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।* এই বেলায়ও কর্ম আবশ্যক। আর যখন তিনি এ কথাও বলেন: *যে কেউ আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি পিতা, কি মাতা, কি ছেলে, কি জমিজমা ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে, ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে,* তখন জীবনধারণ ও নিখুঁত জীবনের প্রশংসা করেন।

তাই তুমি দেখতে পাচ্ছ, পারস্পরিক ভালবাসা থেকেই শিষ্যদের চেনা হত, আর যিনি অপর প্রেরিতদূতদের চেয়ে খ্রীষ্টকে বেশি ভালবাসতেন, তাঁর পরিচয় এতেই প্রকাশ পেত যে, তিনি ভাইবোনদের মেষপালক ছিলেন।

তুমি এও দেখতে পাচ্ছ যে, তাঁরা অপদূতদের তাড়িয়েছিলেন বিধায় আনন্দ করবেন এমন নয়, তাঁদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে এজন্যই তাঁদের আনন্দিত হবার কথা; আর যাঁরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করতে মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের কাজকর্মের উজ্জ্বলতার জন্যই মনোনীত হয়েছিলেন; আর যাঁরা অনন্ত জীবনে উত্তীর্ণ হয়ে ও শত গুণে পুরস্কৃত হয়েছিলেন, বর্তমান সমস্ত বিষয় তুচ্ছ করেছিলেন বিধায়ই তাঁরা পুরস্কার লাভ করেছিলেন। পুণ্য ও নিখুঁত জীবন যাপন করলে তুমিও এঁদের সকলের অনুকরণ করতে পারবে; ফলে শিষ্যদের ও ঈশ্বরের বন্ধুদের সংখ্যায় পরিগণিত হতে পারবে ও কোন আশ্চর্য কাজ সাধন না করেও অনন্ত জীবন ও তার সমস্ত মঙ্গলদানের অধিকারী হতে পারবে।

স্বয়ং পিতরও আশ্চর্য কাজের জন্য নয়, কিন্তু সদাগ্রহ ও অকপট ভালবাসার জন্যই এ নাম পেয়েছিলেন। তিনি যে মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন বা সেই খোঁড়া লোকটাকে সুস্থ করে তুলেছিলেন বলেই নামটা পেয়েছিলেন এমন নয়, বরং সরল স্বীকারোক্তিতে নিজ বিশ্বাস দেখিয়েছিলেন বিধায়ই নামটা পেয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব।* কেন? আশ্চর্য কাজের জন্য নয়, কিন্তু তিনি 'আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র' এ সত্য স্বীকার করেছিলেন বিধায়ই তাঁর প্রতি সেই বাণী উচ্চারিত হল।

আমাদের নগরী এই আন্তিওখিয়া যে প্রথম থেকে ধর্মাচার্য রূপে প্রেরিতদূতদের প্রধানকে গ্রহণ করেছে, তা তার মর্যাদাপূর্ণ অধিকার। এ সমীচীন ছিল যে, যে নগরী সমগ্র জগতের সামনে প্রথমেই খ্রীষ্টান নামে অলঙ্কৃতা হয়েছিল সেই নগরী পালকরূপে প্রেরিতদূতদের প্রধানকে গ্রহণ করবে। কিন্তু তবুও তাঁকে ধর্মাচার্য রূপে গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সঙ্গে তাঁকে সবসময়ের মত রাখিনি, কিন্তু রাজকীয় নগরী সেই রোমের কাছেই তাঁকে সঁপে দিলাম। কেননা যদিও পিতরের দেহ আমাদের মধ্যে না থাকে, তবু পিতরের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসই রক্ষা করি: আমরা পিতরের বিশ্বাস রক্ষা করায় স্বয়ং পিতরই আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

অতএব আমরা যখন তাঁর উত্তরসূরীকে দেখি, আমরা কেমন যেন স্বয়ং পিতরকেই দেখি। ঠিক যেভাবে খ্রীষ্ট যোহনকে এলিয় নামে ডাকছিলেন: এলিয় যে যোহন ছিলেন এমন নয়, কিন্তু এলিয়ের আত্মা ও পরাক্রমে

এসেছিলেন বিধায়ই তাঁকে এলিয় বলছিলেন। সুতরাং যোহন যেমন এলিয়ের আত্মা ও পরাক্রমে এসেছিলেন বিধায় এলিয় বলে অভিহিত হলেন, তেমনি যিনি পিতরের স্বীকারোক্তি ও বিশ্বাস বহন করে আসবেন, তিনি তাঁর নামও বহন করবেন; কেননা সমরূপ জীবনধারণ সমরূপ নামের উৎপত্তি ঘটায়।

শ্লোক মথি ১৬:১৩,১৬,১৭,১৮

প্র যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন: মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে? সিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন: আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।
উ আর আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব।
প্র যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন।
উ আর আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব।

২৩শে ফেব্রুয়ারী

সাধু পলিকার্প, বিশপ ও সাক্ষ্যমর

স্মরণ

তপস্যাকালে: শ্লোক-সহ ২য় পাঠের পর নিম্নলিখিত পাঠও পাঠ করা যেতে পারে:

(দ্বিতীয়) পাঠ - সাধু পলিকার্পের সাক্ষ্যমরণ সম্বন্ধে স্মির্না মণ্ডলীর পত্র ১৩:২—১৫:৩

উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় বলি সেই ধন্য পলিকার্প

চিতা প্রস্তুত হলে পলিকার্প সব কাপড় ফেলে ও বন্ধনী খুলে দিয়ে জুতাও খুলতে চেষ্টা করছিলেন। তা এমন কাজ যা তিনি আগে কখনও করতেন না, কেননা প্রতিটি ভক্তজন সবসময় প্রতিযোগিতা করছিল কে কে সকলের চেয়ে শীঘ্রই তাঁর দেহ স্পর্শ করতে পারে। আসলে তিনি তাঁর পুণ্যাচরণের জন্য সাক্ষ্যমরণের আগেও অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। ওরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ফেলল সেই সব যন্ত্র দিয়ে যা চিতার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করতে গেলেই তিনি বললেন: 'তোমরা আমাকে এমনি এভাবেই রাখ; কেননা যিনি আমাকে আগুন সহ্য করার মত শক্তি দেন, তিনি আমাকে সেই শক্তিও দেবেন যাতে পেরেকের ব্যবস্থা ছাড়াও আমি চিতার উপরে অবিচল থাকি।' তাই ওরা তাঁকে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ করল না, কেবল দড়ি দিয়েই বাঁধল।

তাঁর দু'হাত পিঠের পিছনে বাঁধা হলে তিনি সেই বাঁধা অবস্থায়, বহুসংখ্যক পালের মধ্য থেকে ঠিক যেন সুন্দর মেষের মত, আহুতির জন্য প্রস্তুত ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য এক বলি যেন, স্বর্গের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'হে প্রভু, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তোমার প্রিয়তম ধন্য পুত্র সেই যীশুখ্রীষ্টেরই পিতা যাঁর দ্বারা আমরা তোমাকে জানতে পেরেছি; স্বর্গদূত ও শক্তিবৃন্দের, নিখিল সৃষ্টি ও তোমার সামনে জীবিত ধার্মিকদের সমগ্র জাতির হে পরমেশ্বর, আমি তোমাকে ধন্য বলছি, কারণ তুমি এদিনে ও এ ক্ষণে আমাকে সকল সাক্ষ্যমরদের সঙ্গে তোমার খ্রীষ্টের পানপাত্রের অংশী হবার যোগ্য করে তুলেছ, আমি যেন পবিত্র আত্মার অক্ষয়শীলতার আশ্রয়ে আত্মা ও দেহের অনন্ত জীবনের পুনরুত্থান লাভ করি। আমাকে যেন আজ তাঁদের সঙ্গে তোমার সম্মুখে উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় বলিরূপেই গ্রহণ করা হয়, যেইভাবে তুমি, হে সত্যবাদী ও সত্যময় ঈশ্বর, তা নিরূপণ করেছ, তা আগেও আমাকে দেখিয়েছিলে, ও এখন তা পূরণ করছ।

এর জন্য ও সবকিছুর জন্য আমি তোমার স্তুতিবাদ করি, তোমাকে ধন্য বলি, তোমাকে গৌরবান্বিত করি তোমার প্রিয়তম পুত্র সেই সনাতন স্বর্গীয় যাজক যীশুখ্রীষ্টের সঙ্গে, যাঁর দ্বারা তোমার ও পবিত্র আত্মার গৌরব হোক এখন ও যুগযুগ ধরে। আমেন।'

তিনি 'আমেন' বলে প্রার্থনা শেষ করলেই চিতার জন্য নিযুক্ত লোকগুলো আগুন জ্বালাল। আগুনের একটা প্রচণ্ড শিখা উঠলে আমরা, যাদের দেখবার সুযোগ হয়েছিল, এই আমরাই তো বিস্ময়কর কিছু দেখলাম; আর আমরা

এজন্যই তো রেহাই পেয়েছি, যাতে অপরের কাছে সেই ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে পারি।

এমনটি হল যে, আগুন যেন গুম্বজ-বিশিষ্ট ঘরের মত, জাহাজের বাতাসে-ভরা এক পালের মতই উঠে সাক্ষ্যমরটির দেহ দেওয়ালেরই মত ঘিরে ফেলল। তিনি তার ভিতরেই ছিলেন, কিন্তু তাঁর দেহ পোড়া দেহের মত নয়, বরং যেন ছেঁকা রুটি কিংবা মূষাতে শোধন করা সোনা বা রুপোর মত দেখাচ্ছিল। আর আমরা এমন সুবাস অনুভব করলাম, যা ধূপ বা অন্য কোন মহামূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসের মত।

শ্লোক প্রত্যা ২:৮-৯,১০

প্র তুমি স্মির্না মণ্ডলীর স্বর্গদূতের কাছে একথা লেখ : যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মৃত ছিলেন ও জীবনে ফিরে এসেছেন, তিনি একথা বলছেন : তোমার ক্লেশ ও দরিদ্রতার কথা আমি জানি ; তথাপি তুমি ধনবান।

উ তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।

প্র তোমাকে যে সমস্ত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে, তাতে ভয় পেয়ো না ! দেখ, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য শয়তান তোমাদের কয়েকজনকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে উদ্যত।

উ তুমি মৃত্যুভোগ পর্যন্তই বিশ্বস্ত হয়ে থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনের বিজয়মুকুট দান করব।